হাদীয়ে বাঙাল

মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহ:)

এম ইউ এ কাদের

প্রকাশনায়

মৌলানা মুহম্মদ ফুজৈল জৌনপুরী

বিণ

শেখুত তরীকত মৌলানা গালিব হুসাইন জৌনপুরী

মারকাজ তালিব উল উলুম

ঠিকানা

গালিব মান্জিল মুল্লা টোলা জৌনপুর ভারত

Scanned by CamScanner

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উৎসর্গ

অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় ব্যক্তি, আমার মরহুম ওয়ালেদ হযরত মওলানা
আব্দুজ্জাহের সিদ্দিকী জৌনপুরী (রহঃ), যিনি তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে
অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ১০০টির
অধিক মাদ্রাসা, মক্তব প্রতিষ্ঠা করে, বিভিন্ন জনসভায়
হেদায়েত করে, বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও
সংস্কার আন্দোলনে তাঁর দাদা মরহুম মওলানা
কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) এর অবদান
অম্লান করে রেখে গেছেন–
তাঁর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

www.islamiclife.wapsite.me

Scanned by CamScanner

লেখক পরিচিতি

জনাব এম ইউ এ কাদের ১ জানুয়ারী ১৯৫০ সালে তাঁর পিতা মরহুম মওলানা আব্দুল্লাহের সিদ্দিকী জৌনপুরী ইসলাম ধর্ম প্রচারকালে বরিশাল শহরে বোটে জন্মগ্রহণ করেন। জনাব কাদেরের প্রপিতামহ (পরদাদা) এই উপমহাদেশের প্রখ্যাত বুজর্গ ও ইসলাম ধর্ম প্রচারক মরহুম মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) বাংলা ও আসামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। রংপুর শহরের মুন্সিপাড়ায় তাঁর মাজার অবস্থিত। জনাব কাদেরের দাদা মরহুম মওলানা হামেদ সাহেব নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি উপজেলায় সনুয়া গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করে বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তথায় তাঁর মাজার অবস্থিত। জনাব হামেদ সাহেবের বংশধরগণ বর্তমানে সনুয়াতেই বসবাস করছেন। জনাব কাদেরের মাতা মরহুমা সৈয়দা শামসুন্নাহার বেগম বরিশাল জেলার প্রখ্যাত উলানিয়া জমিদার বাড়ির মেয়ে ছিলেন। জনাব কাদের এক পুত্র সন্তানের জনক।

জনাব কাদের ১৯৬৪ সালে নোয়াখালীর বজরা হাইস্কুল থেকে এসএসসি, ১৯৬৬ সালে ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি, ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিএ (অনার্স) ও ১৯৭০ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোক প্রশাসনে মাস্টার ডিগ্রি লাভ করেন। জনাব কাদের ১৯৭৩ সালে বিসিএস পোস্টাল ক্যাডারে যোগদান করেন। এর আগে কিছু দিন তিনি জনতা ব্যাংকে গ্রেড-২ অফিসার হিসেবে কাজ করেন। তিনি ১৯৯২ সালে উপসচিব, ১৯৯৭ সালে যুগ্ম সচিব, ২০০১ সালে অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি পেয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে কাজ করেন। জনাব কাদের ২০০৩ সালে হজ্জ করেন। ২০০৪ সালের ১ জানুয়ারী তিনি সরকারি চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। চাকরি জীবনে তিনি জার্মানী, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও শ্রীলঙ্কাসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। ১৯৭৯ সালে জার্মান স্কলারশীপ নিয়ে জনাব কাদের পশ্চিম জার্মানীতে গমন করেন এবং তথা থেকে জার্মান ভাষা ও পেশাগত ক্ষেত্রে উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ১৯৯৯ সালে তিনি বিলেতের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় ও সানিংডেইল সিভিলসার্ভিস কলেজ থেকে ম্যানেজমেন্ট-এ উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর জনাব এম ইউ এ কাদের বই লেখায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রণীত 'হাদীয়ে বাঙাল মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ)' এবং 'হযরত মওলানা হাফেজ আহমদ জৌনপুরী (রহঃ) স্মরণে' বই দু'টি পাঠকদের কাছে সমাদৃত হয়েছে।

www.islamiclife.wapsite.me

Scanned by CamScanner

ভূমিকা

হযরত মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) উনিশ শতকে সুদীর্ঘ ৫১ বছর ত্যাগ সাধনা ও কঠোর পরিশ্রম করে বাংলা ও আসামে গ্রাম-গঞ্জে, শহর-বন্দরে এমনকি প্রত্যন্ত এলাকায় স্থলপথে কখনো নৌপথে ভ্রমণ করে মৃত প্রায় মুসলিম জাতির মধ্যে নব জাগরণ এনে অমর হয়ে আছেন। তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। আরবী, ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। কুরআন, হাদিস, ফিকাহ, শরিয়াহ্ এবং ওহাবীদের মতামত খন্ডন বিষয়ে তাঁর রচিত ৪৬ খানা গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৪টি আরবী, ১টি ফার্সী ভাষা ছাড়া অবশিষ্ট গ্রন্থ উর্দুতে লেখা। ১৯টি বই বাংলায় অনুদিত হয়েছে। তাঁর লেখা বইগুলোকে ৪ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ (১) দ্বীন ইসলাম (২) পারিবারিক ও সামাজিক জীবন (৩) ফারায়েজী ও আহলে হাদিস মতবাদের যুক্তি খন্ডন ও সমালোচনা (৪) পীর মুরিদী ও আধ্যাত্মিকতা বিষয়ক।

হযরত মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন। সুশৃঙ্খল, সুপরিকল্পিত সুদূরপ্রসারী একটি ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনে তিনি ছিলেন একজন উত্তম সংগঠক। ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ, জাতীয় চেতনা ও ঐক্য গড়তে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। নওয়াব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, জয়নাল আবেদীন, নওয়াব আমীর হোসেন, নওয়াব আব্দুল জব্বার প্রমুখ তাঁর এ আন্দোলনে সহযোগিতা করেছিলেন। তাঁর প্রচার অভিযান ও সংস্কার আন্দোলন ত্বরান্বিত করতে বাংলা ও আসামে তিনি অসংখ্য খলিফা নিয়োগ করেছিলেন। শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল ধর্ম প্রচারের জন্য তৎকালীন ইংরেজ সরকারও তাঁর প্রশংসা করেছিল।

আজকের সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের যুগে হযরত মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) এর অবদানের মূল্যায়ন করা ও তাঁর সম্পর্কে লেখা একটি সাহসিকতার কাজ বটে। জনাব এম ইউ এ কাদের (অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব) আন্তরিকতা ও উদ্যম নিয়ে হযরত মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) এর কর্ম জীবনের উপর এ বইটি লেখার জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই এবং তাঁর এ ভালো কাজের সফলতা কামনা করি।

এপ্রিল, ২০০৬

ডঃ মুহাম্মদ রুহুল আমীন
প্রফেসর, ইসলামিক স্ট্যাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Scanned by CamScanner

আমার প্রপিতামহ মরহুম হযরত মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) বাংলা ও আসামে ইসলাম ধর্ম প্রচার, প্রসার ও সংস্কার আন্দোলনে যে অবদান রেখে গেছেন তা আজকের প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্যই আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি-২০০৫ সালে অর্থাৎ ১৮ মহররম ১৪২৬ হিজরী মওলানা সাহেবের ২১১তম জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা তাদের মিলনায়তনে একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিল। উক্ত সেমিনারে "ইসলাম প্রচার ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে উপমহাদেশের প্রখ্যাত ধর্ম প্রচারক মওলানা শাহ কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) এর অবদান" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করার আমার সুযোগ হয়েছিল। তখন সময়ের স্বল্পতার জন্য মওলানা সাহেবের অবদান সম্পর্কে কাঙ্ক্ষিত তথ্যসংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে এ স্মরণীয় ও বরণীয় মহাপুরুষের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখার প্রত্যয় নিয়ে কাজ শুরু করি। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, জার্নাল ইত্যাদিতে তাঁর উপর যে সব প্রবন্ধ বা মতামত ছাপা হয়েছে তা সংগ্রহ করার চেষ্টা করি। কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত "Encyclopaedia of Islam" 1st edition (1913-36) Vol-II, The Indian Musalmans by W.W. Hunter (Published in Calcutta in 1945), এবং James Wise "Notes on Races, Castes and Trades of Eastern Bengal" (London-1833) গ্রন্থে মওলানা সাহেবের ইসলাম প্রচার, সংস্কার আন্দোলন এবং ধর্মীয় জটিল বিষয়ে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বিভিন্ন কেতাবে যে সকল মতবাদ ব্যক্ত করা হয়েছিল সে সকল তথ্য সংগ্রহ করি যা এ বইতে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্ট্যাডিজ এবং আরবী ও ফার্সী বিভাগ মওলানা কারামত আলীর সূফীবাদ ও সংস্কার আন্দোলনের উপর যে সকল গবেষণা করেছে বইটিতে এর কিছু তথ্য দেয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্ট্যাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড: মুহাম্মদ রুহুল আমীন এবং আরবী ও ফার্সী বিভাগের প্রফেসর ডঃ উম্মে সালমা (প্রয়াত) কাঙ্ক্ষিত তথ্য দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। এজন্য তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। হযরত মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) কর্তৃক রচিত "যখীরায়ে কারামত" এর বাংলা অনুবাদ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত বইয়ের প্রকাশক জনাব আবু নঈম মোঃ আব্দুল আলীম (বুলবুল) এ্যাডভোকেট

www.sunnahislamiclife.tk

Scanned by CamScanner

এর অবদান অনস্বীকার্য। এ বইতে দেয়া যে সকল তথ্য কোন বই বা পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যায়নি তা বর্তমানকালের প্রখ্যাত আলেম ও ফকিহ্ হযরত মওলানা জাফর আহমদ সিদ্দিকী জৌনপুরী এর কাছ থেকে সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগ্রহ করেছি। উল্লেখ্য যে, হযরত মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) এর একমাত্র ছোট ভাই হযরত মওলানা রজব আলী (রহঃ) এর নাতি মরহুম হযরত মওলানা আবুল হোসেন সাহেবের ছেলে মওলানা জাফর আহমদ সিদ্দিকী জৌনপুরী সম্পর্কে আমার ভাই হন। মওলানা কারামত আলী (রহঃ) এর কর্মজীবনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানের জন্য আমি তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। মরহুম মওলানা হাফেজ আব্দুর রব জৌনপুরী (রহঃ) এর জ্যেষ্ঠ পুত্র মরহুম হযরত মওলানা হুসাইন আহমদ জৌনপুরী (রহঃ) সম্পর্কে আমার ভাই হন। তিনি ১৯৭৮ সালে জৌনপুরে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বড় সাহেবজাদা বর্তমান গদিনশীন পীর ওলীয়ে কামেল সুফী হযরত মওলানা হাসনাইন আহমদ জৌনপুরী আমাকে এই বই লেখার জন্য বহুদিন থেকে উৎসাহ দিয়ে আসছিলেন। আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘায়ু দান করুন। উল্লেখ্য, মরহুম মওলানা হাফেজ আব্দুর রব জৌনপুরী (রহঃ) এর দ্বিতীয় পুত্র মরহুম মওলানা মাহমুদ সাহেব করাচিতে ইন্তেকাল করেন। মরহুম মওলানা হাফেজ আব্দুর রব জৌনপুরী (রহঃ) এর কনিষ্ঠ পুত্র হযরত মওলানা সুফী হাসান আহমদ জৌনপুরী দীর্ঘকাল বাংলাদেশে হেদায়েতের কাজে নিবেদিত ছিলেন। ১৩ই মে ২০০৯ সালে তিনি ভারতের রাজধানী দিল্লীতে ইন্তেকাল করেন। দিল্লী শহরে প্রসিদ্ধ 'বাবে ওয়ালী' কবরস্থানে হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মোহদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) এর মাজারের কাছে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে। এ বছর জুলাই মাসে দিল্লী সফরকালে আমি তাঁর মাজার জিয়ারত করে এসেছি। উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে জানুয়ারী মাসে আমি জৌনপুর ভ্রমণে গিয়েছিলাম। তথায় মওলানা হাসনাইন আহমদ সাহেব এর আন্তরিক আতিথেয়তার কথা ভুলার নয়। সবকিছু যেন আল্লাহর অশেষ মহিমা। বইটিতে প্রাসংগিক কারণে 'জৌনপুরের নামকরণ', 'ইব্রাহীম শর্কী নির্মিত জৌনপুর জামে মসজিদ', '১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ', 'রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ নিবারণ আন্দোলন' ও 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রচলন আন্দোলন' ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্ট্যাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড: মুহাম্মদ রুহুল আমীন বইটির ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে ঋণী করে রাখলেন।

ঢাকা
ডিসেম্বর ৩১, ২০০৯

এম ইউ এ কাদের

Scanned by CamScanner

বইটির নামকরণ প্রসঙ্গে

বাংলার আদি নাম ছিল বঙ্গ। প্রাচীনকালে এখানকার রাজারা ১০ গজ উঁচু ও ২০ গজ বিস্তৃত প্রকাণ্ড আল নির্মাণ করতেন। এ থেকে বাঙ্গাল বা বাঙলাহ নামের উৎপত্তি। দক্ষিণ ভারতীয় লিপিতে বঙ্গাল দেশ পাওয়া যায়। বঙ্গাল দেশটি নয় শতক হতে প্রচলিত। এতে বুঝা যায় যে, প্রাচীন লিপির বঙ্গাল বিবর্তিত হয়ে বঙ্গালা বা বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি হয়। মুহম্মদ বিন তুঘলকের সময় এ অঞ্চল বঙ্গদেশ নামে অভিহিত ছিল। মোঘল আমলে বাংলা নামের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। ফারসী বঙ্গলাহ শব্দ থেকে পর্তুগীজ Bangla এবং ইংরেজী Bengal শব্দ এসেছে। মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) ৫৭ বছর হেদায়েতকালের ৫১ বছর বাংলা ও আসামে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে শরীয়ত মোতাবেক ইসলামী জীবন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতের উত্তর প্রদেশের জৌনপুর থেকে সুদুর বাংলাদেশে পদব্রজে, পালকিতে, নৌপথে বজরায় (বোটে) যশোহর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, পূর্নিয়া, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, কুচবিহার, সিলেট কাছাড় ও আসামে ভ্রমণ করে লাউ সিদ্ধ খেয়ে কখনো উপোস থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন এবং বেদ্আত ও শির্কের বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে বুঝিয়ে এবং সংগ্রাম করে এমনকি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অধপতিত মুসলমানদের শরীয়তের পাবন্দ করেছিলেন। যারা ধর্মীয় অনুশাসন ভুলে গিয়ে নামায রোজা ত্যাগ করেছিল যুক্তি-তর্ক ও সংস্কারের মাধ্যমে তাদেরকে হেদায়েত করে শরীয়তের পথে আনতে তিনি যে নিরলস পরিশ্রম করেছিলেন তা সর্বজনস্বীকৃত। তিনি শুধু মানুষকে হেদায়েতই করেননি, বরং উলঙ্গ, অর্ধ উলঙ্গ মানুষকে বিনা মূল্যে কাপড় বিতরণ করে কাপড় পরতে শিখিয়ে ছিলেন এবং বাংলা ও আসামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সভ্যতার আলো ছড়িয়ে দিয়ে ছিলেন। উল্লেখ্য যে, হযরত মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) ১৮ বছর বয়সে হযরত সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী (রহঃ) এর নিকট বাইয়্যাত হয়েছিলেন এবং তাঁর নির্দেশেই তিনি বাংলা ও আসামে হেদায়েতের জন্য আগমন করেন। Encyclopaedia of Islam Volume-II (K) (ক) পাতা ৭৫৩ এ মওলানা কারামত আলী সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় যে, "His following was so large that there was hardly a Bengal village without his disciples and he still exerts a living influence in certain districts of that province."

বাংলা ও আসামে ইসলাম ধর্ম প্রচারে তিনি যে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন তা মূল্যায়ন করে বইটির নামকরণ হয়েছে **"হাদীয়ে বাঙাল মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ)"**।

Scanned by CamScanner

সূচী

Scanned by CamScanner

باسمہ سبحانہ

حضرت مولانا محمد عبد الظاہر صدیقی جونپوری مرحوم و مغفور کے فرزند اکبر
جناب محی الدین عبد القادر عرف فاروق صاحب نے حضرت ہادی ہند و بنگال
جد امجد علامۃ العبقری مولانا شاہ کرامت علی صدیقی جونپوری نور اللہ مرقدہ
کی سوانح حیات لکھی ہے وہ الحمد للہ مختصر و جامع ہے جو ہر محب اور مسلمان
کے لائق مطالعہ ہے۔
اپنے احباب و متعلقین سے فقیر کی استدعا ہے کہ وہ اس گرانقدر
کتاب کو خرید کر ثواب دارین حاصل کریں۔ فقیر خوش ہوگا اور
دعائے خیر کرے گا۔ والسلام

خیر اندیش
فقیر ظفر احمد صدیقی عفا اللہ عنہ
خانقاہ ظفریہ پاتار ہاٹ مہندی گنج ضلع باریسال
۲۳ ربیع الثانی ۱۴۲۷ ہجری
الموافق ۲۲ مئی ۲۰۰۶ء

হযরত মাওলানা জাফর আহমদ সিদ্দিকী জৌনপুরী কর্তৃক প্রদত্ত উর্দু সনদপত্রের বাংলা অনুবাদ:

মহান আল্লাহর নামে

মরহুম মাগফুর হযরত মওলানা আব্দুজ্জাহের সিদ্দিকী জৌনপুরী এর বড় ছেলে জনাব মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের ওরফে ফারুক (এম. ইউ. এ. কাদের) হযরত হাদীয়ে হিন্দ ও বাঙ্গাল পরদাদাজী আল্লামা আল আবকারী মাওলানা শাহ্ কারামত আলী সিদ্দিকী জৌনপুরী (রহঃ) এর জীবনী গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। বইটি সংক্ষিপ্ত ও তথ্যবহুল যা সকল মোহেব্বিন মুসলমানদের পাঠের উপযোগী।

সমস্ত মুসলেমিন মোহেব্বিনদের প্রতি অধমের নিবেদন এই যে, তারা যেন এই মূল্যবান গ্রন্থটি পাঠ করে দোজাহানের অশেষ নেকী হাসিল করেন।

আমি আপনাদের সকলের জন্য সন্তুষ্ট চিত্তে দোয়া করি।

মা'আস্‌সালাম
আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
ফকির জাফর আহমদ সিদ্দিকী
খানকায়ে জাফরীয়া, পাতার হাট
মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।
তাং-২৩ইং রবিউসসানি ১৪২৭ হি:
রোজ সোমবার মোতাবেক ২২শে মে ২০০৬ইং

Scanned by CamScanner

পরিচিতি

জন্মকাল

আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলাম। শেষ নবী হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যাঁর পরে কোন নবী বা রাসূল এ পৃথিবীতে ধর্ম প্রচার করতে আগমন করবেন না। কিন্তু নবী রাসূলদের অবর্তমানে একটি কালো যুগ-সন্ধিক্ষণে মানুষ যখন ধর্মীয় অনুশাসন ভুলে গিয়ে পাপাচার ও ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় তখনই আল্লাহর পথ দেখানোর জন্য অর্থাৎ হেদায়েতের উদ্দেশ্যে আল্লাহর ওলীগণ পৃথিবীতে আগমন করে থাকেন। ইসলাম প্রচার ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ওলী, দরবেশ ও উলামায়ে কেরামের অবদান আমাদের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে রয়েছে। এমনি একজন স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) যার শিক্ষা, সাধনা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং অবদান আমাদের জাতীয় ইতিহাসের গতিধারাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর রক্তধারায় স্নাত মওলানা শাহ্ কারামত আলী জৌনপুরী ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুর শহরের মোল্লাটোলা মহল্লায় ১২১৫ হিজরীর ১৮ মহররম জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজী জন্ম তারিখ সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য জানা যায়নি। তবে বিভিন্ন বই-পুস্তকে তাঁর ইংরেজী জন্ম তারিখ ১১ জুন, ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ উল্লেখ আছে। তাঁর পূর্বপুরুষগণ সৌদি আরব থেকে বাগদাদে চলে আসেন। তাঁর বাবার নাম ছিল মৌলবী আবু ইব্রাহীম শেখ মোহাম্মদ ইমাম বখ্শ এবং মায়ের নাম ছিল মোসাম্মৎ বাসৃতি বিবি বিনতে শায়খ লুৎফে আলী। তাঁরা উভয়ে ১২০০ হিজরীর প্রথম দিকে সুদূর বাগদাদ থেকে জৌনপুর শহরে মোল্লাটোলায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। জৌনপুর শহরের মোল্লাটোলা মহল্লাটি প্রাচীনকাল থেকেই আলেম ওলামাদের বাসস্থান হিসেবে সুপরিচিত। উল্লেখ্য মওলানা কারামত আলীর দাদা শায়খ জারুল্লাহ ও দাদী মোসাম্মৎ জামিলা বিবির একমাত্র ছেলে শেখ ঈমাম বখ্শ একজন কামেল বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। জীবনধারণের জন্য তিনি জৌনপুর

Scanned by CamScanner

কালেকটরেট এ শারেস্তাদারের চাকুরী নেন। মওলানা কারামত আলীর ছোট ভাই শাহ রযব আলী (রহঃ) একজন বড় ফকিহ্ ছিলেন। তাঁরা উভয়ই হযরত সাইয়্যেদ আহমেদ বেরেলভী (রহঃ) এর খলিফা ছিলেন। হযরত শাহ কারামত আলী (রহঃ) বংশানুক্রমে সাইত্রিশ পুরুষে গিয়ে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর সাথে মিলিত হয়েছেন।

নসবনামা (বংশ পরিচিতি), হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) থেকে হযরত মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) পর্যন্ত

আমিরুল মোমেনীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), তাঁরই ছেলে হযরত মোহাম্মদ (রাঃ), তাঁরই ছেলে হযরত খাজা আহাম্মদ (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত খাজা ইব্রাহীম (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত খাজা আবু মোহাম্মদ (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত খাজা আওহাদ (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত খাজা ওমর (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত খাজা আবু আলী (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত খাজা আবু সাহাম (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত খাজা নাসির উদ্দিন (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত খাজা সায়ফউদ্দিন (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত খাজা মাছআব (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত খাজা মোজাফ্ফর (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত খাজা ছুফি (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত খাজা আবদুল্লাহ (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত খাজা বায়েজীদ (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত খাজা শামছুদ্দিন (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত খাজা সায়ফোল্লাহ (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত খাজা নাজীব (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত খাজা শায়খ নাসিরুদ্দিন (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত কাজী নেজামুদ্দিন (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত শায়খ আশরাফ (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত শায়খ বোরহানুদ্দিন (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত শায়খ ছায়াদাল্লাহ হাফেজ (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত মাখদুম শাহলাজ হাফেজ (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত শায়খ মোহাম্মদ হাফেজ (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত শায়খ হামিদ (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত শায়খ আবুল ফাতাহ (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত শায়খ আবদাল্লাহ (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত শায়খ আবু মোহাম্মদ (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত শায়খ মোহাম্মদ অলি (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত শায়খ মোহাম্মদ ফাজেল

Scanned by CamScanner

(রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত শায়খ নাজিবুদ্দিন (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত শায়খ গুল মোহাম্মদ (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত শায়খ জারুল্লাহ (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত শায়খ আবু ইব্রাহীম মোহাম্মদ ইমাম বখস্ (রহঃ), তাঁরই ছেলে হযরত মাওলানা শাহ ছুফি কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) (সূত্র ঃ অজিফায়ে হাছানীয়া, পাতা ৩৫-৩৬)।

শৈশবকাল ও শিক্ষা

হযরত মওলানা কারামত আলী (রহঃ) শৈশবকাল থেকেই অস্বাভাবিক মেধা ও ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর শৈশবকালের স্মৃতি কথা যেমন যে বিছানায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন তাঁর কোন পাশে প্রদীপ জ্বলছিল তাও তিনি স্পষ্ট করে বলতেন। এমনি তিনি স্তন্যপানকালীন সময়ের অনেক ঘটনা বলতেন যা সবাইকে অবাক করতো। যার প্রেক্ষিতে তাঁর বাবা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, তাঁর ছেলে আলী একদিন বড় আওলীয়া হবেন। উল্লেখ্য যে, মোহাম্মদ আলী ছিল পিতার প্রদত্ত নাম। পরবর্তীতে অসংখ্য কারামত বা অলৌকিক ঘটনাবলী প্রদর্শনের জন্য তিনি কারামত আলী জৌনপুরী নামেই ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন।

তিনি মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তাঁর বাবার কাছে আমপারার ছবক নেন। মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি তাঁর বাবার কাছে কুরআন শরীফ হেফজ করেন এবং ফার্সি ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি সাত বছর বয়স থেকেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুমুআ-র নামায মসজিদে গিয়ে আদায় করতেন। তাঁর ধীশক্তি এতই প্রখর ছিল যে, তিনি একবার যা শুনতেন বা পড়তেন তা কখনো ভুলতেন না। হযরত মওলানা কুদরতুল্লাহ (রহঃ) এর নিকট ইলম, ফিকাহ ও আকাইদ শাস্ত্র সম্পর্কে তিনি জ্ঞান লাভ করেন। মওলানা আহমুদুল্লাহ আম্মানী (রহঃ) এর নিকট হাদিস ও তাফসির শিক্ষা লাভ করেন। এছাড়া মাওলানা কুদরত উল্লাহ রুদলবী (রহঃ) এর নিকট থেকে ধর্ম বিষয়ক বিদ্যা, মাওলানা আহাম্মদ উল্লাহ থানবী (রহঃ) এর কাছ থেকে হাদিস, ক্বারী সৈয়দ ইব্রাহিম মাদানী (রহঃ) ও ক্বারী সৈয়দ মোহাম্মদ এছকান্দারনী (রহঃ) এর কাছ থেকে এলমে তাজবীদ শিক্ষা গ্রহণ

Scanned by CamScanner

করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত ক্বারী ছিলেন এবং হস্তলিপিতে পারদর্শী ছিলেন। আরবী কেতাব ও কুরআন শরীফ তিনি নিজ হাতে লিখতেন। তিনি যুদ্ধ বিদ্যায়ও খ্যাতি অর্জন করেন। বিহারী স্বর্ণকার নামক একজন সুদক্ষ ওস্তাদের নিকট মওলানা কারামত আলী যুদ্ধ বিদ্যা অর্জন করেন।

হযরত সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী (রহঃ) এর নিকট বাইআৎ গ্রহণ

মওলানা কারামত আলী আঠার বছর বয়সে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রহঃ) এর নিকট তাসাওউফের বাতেনী এলেম শিক্ষা গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, হযরত সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী (রহঃ) যখন জৌনপুর শহর নিকটবর্তী 'রায়বেরেলীতে' আগমন করেন মওলানা কারামত আলী তখন তাঁর আস্তানায় গিয়ে উপস্থিত হন। হযরত সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী (রহঃ) প্রথম দৃষ্টিতেই মওলানা কারামত আলীকে যাচাই করে ফেললেন এবং বাইআৎ করে নিলেন। হযরত মাওলানা সাত দিনের মধ্যেই কঠোর রিয়াযত এবং মুরশেদ কেবলার নেকদৃষ্টির ফলে রূহানিয়াতের সুউচ্চ স্তরে উন্নীত হন। আট দিনে হযরত সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী (রহঃ) হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ রাহেমাহুল্লাহর মাধ্যমে তাঁকে খেলাফত এবং বাইআৎ গ্রহণের এজাযতনামা প্রদান করে বললেন, "যাও, এখন হেদায়তের কাজে লেগে যাও।" এই এজাযতনামা জৌনপুরী খানদানে আজও পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে মওলানা কারামত আলী হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রহঃ) এর সাথে হজ্জ পালন করেন এবং মক্কা শরীফে দু' বছর অবস্থান করে ইল্‌মে ক্বেরাত এবং অন্যান্য বিষয়ে বিদ্যা অর্জন করেন।

হযরত মওলানা এজাযতনামা প্রাপ্ত হয়ে জৌনপুর ফিরবার আয়োজন করলে হযরত সাইয়্যেদ সাহেব বললেন, "কাজ তো আল্লাহ তা'আলার রহমতে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে, এখন মেহমানস্বরূপ আরও থেকে দেখাশুনা করে নাও।" এই উক্তি হযরত মাওলানা সাহেবের রূহানী চরম উন্নতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হযরত সাইয়্যেদ সাহেবের নির্দেশ অনুযায়ী কারামত আলী সাহেব আরও আঠার দিন তাঁর খেদমতে থেকে তাসাওউফের বহু গূঢ়- তত্ত্ব তীক্ষ্ণ মেধা ও অসাধারণ যোগ্যতার

Scanned by CamScanner

বলে আঠার দিনে (অপরের আঠার বছরের কাজ) হাসিল করে নেন। মওলানা কারামত আলী তাঁর রচিত 'যাদুত্ তাক্ওয়া' নামক কেতাবে লিখেছেন, "হযরত কেব্লা বেরেলীর মসজিদে আঠার দিন পর্যন্ত অধমকে তরীকতের রহস্যসমূহ বুঝিয়েছেন। এর বদৌলতে চারদিনেই এ ফকীর নূর অন্বেষণকারীর পর্দা অতিক্রম করতে আরম্ভ করে এবং দশ দিনেই মাতৃস্তন ছাড়ানোর উপযোগী শিশুর ন্যায় হয়ে যায়"। হযরত মওলানা কারামত আলী তাঁর রচিত "নূরুন আ'লা নূর" নামক কেতাবে নিজের একটি ঘটনা নিম্নরূপ বর্ণনা করেন–

> "একদিন এ অধম হযরত মুরশেদ কেবলাকে কাশ্ফ এবং মুশাহাদার হাকীকত বুঝিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করলে উত্তরে তিনি বললেন, "এ বিষয়ে ইসমাইল শহীদ সাহেবের দ্বারা "সেরাতুল মুস্তাকীম" কেতাবে লিখিয়ে দিয়েছি। তরীকতের পথের কোন প্রাথমিক স্তরের ব্যক্তিকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় ২+২=কত? সে বলবে ৪। এমনি ৪+৪= কত? সে বলবে ৮। ৮+৮=কত? সে বলবে ১৬। ১৬+১৬=কত? সে বলবে, ৩২। পুনরায় যদি জিজ্ঞেস করা হয় ৩২+৩২= কত? সে বলবে ৬৪। অতঃপর ৬৪+৬৪=কত? সে চোখ বন্ধ করে একটু চিন্তা করে বলবে ১২৮। হযরত মুরশেদ সাহেব কেবলাও আমাকে বুঝানোর জন্য চোখ বন্ধ করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে মওলানা কারামত আলী বললেন,"তাঁর তখনকার ছুরাৎ অধম যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি।" অতঃপর হযরত বললেন, "আমি চোখ খোলা রেখে মোরাক্কাবা করলেও আমার 'মুশাহাদা' হাসিল হয় অর্থাৎ অন্তর চক্ষু মুক্ত হয়ে যায়। তুমিও চোখ খোলা রেখে মোরাক্কাবা করিও।" কারামত আলী বললেন, "হযরত মুরশেদ কেবলা এতটুকু বলে দিতেই আমার মকসুদ হাসিল হয়ে গেল।"

কিন্তু "সেরাতুল মুস্তাকিম" কেতাবটি তখন তাঁর আর পড়া হলো না। মওলানা নূরুর রহমান কর্তৃক প্রণীত 'তাযকেরাতুল আউলিয়া' পুস্তকের (ষষ্ঠ খণ্ড) ৮ এর পাতায় উল্লেখ আছে যে, পররর্তীকালে মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী বাংলাদেশে হেদায়েতকালে তাঁর পীর মুরশেদের স্বপ্নে প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী কুমিল্লার সুজা বাদশাহর মসজিদে নোয়াখালীর হযরত মাওলানা ইমামুদ্দিন সাহেবের কাছে ঐ কেতাবটি ১৭ দিনে অর্ধাংশ পাঠ করেন। দ্বিতীয়বার সফরের

Scanned by CamScanner

সময় নোয়াখালী এলে বাকী অর্ধাংশ হযরত মওলানা ইমামুদ্দিন সাহেবের নিকট পড়ে শেষ করেন। উল্লেখ্য কুমিল্লা শহরের মোগলটুলীতে অবস্থিত দিল্লীর সম্রাট শাহজাহানের ছেলে বাদশাহ সুজা কর্তৃক নির্মিত মসজিদটিতে বহুদিন যাবৎ জুমুআ-র নামাজ পড়া বন্ধ ছিল। মওলানা কারামত আলী (রহঃ) যুক্তিতর্কের মাধ্যমে কুমিল্লার ঐতিহাসিক সুজা মসজিদে পুনরায় জুমুআ-র নামাজ চালু করেন।

শাজরা নামা (খেলাফত নামা), রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে হযরত মওলানা কারামত আলী (রহঃ) পর্যন্ত

সাইয়্যেদুল মুরসালীন নবীয়ে দো-জাঁহা হযরত আহম্মদ মুজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আমীরুল মোমেনীন খোলাফায়ে রাশেদীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত সালমান ফারসী (রাঃ), হযরত কাসেম ইবনে মোহাম্মদ (রহঃ), হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ), হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ), হযরত খাজা আবিল হাসান খারকানী (রহঃ), হযরত খাজা আবু আলী ফারমেদী (রহঃ), হযরত খাজা ইউসুফ হামদানী (রহঃ), হযরত খাজা আবদুল খালেক আজদাওয়ানী (রহঃ), হযরত খাজা আরেফ রেগওয়ারী (রহঃ), হযরত খাজা মাহমুদুল খায়ের ফাগনুবী (রহঃ), হযরত খাজা আলী রামিতিনী (রহঃ), হযরত খাজা বাবা ছাম্মাছী (রহঃ), হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দী (রহঃ), হযরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী (রহঃ), হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার (রহঃ), হযরত মাওলানা জাহেদ (রহঃ), হযরত মাওলানা দরবেশ মোহাম্মদ (রহঃ), হযরত খাজা মোহাম্মদ আমকানকী (রহঃ), হযরত খাজা মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ (রহঃ), হযরত শায়খ আহম্মদ ছেরহিন্দি মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রহঃ), হযরত সাইয়্যেদ আদম বনুরী (রহঃ), হযরত সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ আকবরাবাদী (রহঃ), হযরত শাহ আবদুর রহীম মোহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ), হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ), হযরত শাহ আবদুল আজীজ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ), হযরত সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী (রহঃ), হযরত মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ)। (সূত্র: অজিফায়ে হাছানীয়া, পাতা ৩৬-৩৭)।

Scanned by CamScanner

আলী জৌনপুরী থেকে কারামত আলী জৌনপুরী

হযরত মওলানা কারামত আলী (রহঃ) এর পিতা প্রদত্ত নাম ছিল মোহাম্মদ আলী। তাঁর রচিত কেতাবসমূহে তিনি লিখেছেন আলী জৌনপুরী। তাঁর হেদায়েতকালে অসংখ্য কারামাত বা অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ হওয়ার কারণে পরবর্তীতে তিনি কারামত আলী জৌনপুরী নামে পরিচিতি লাভ করেন। এ সকল অলৌকিক ঘটনার অধিকাংশই বিভিন্ন বই-পুস্তকে এবং লোক মুখে প্রচারিত হয়েছে। তন্মধ্যে রংপুর মুন্সিপাড়ার অধিবাসী সূফী মোদাব্বের হোসেন, এ্যাডভোকেট কর্তৃক প্রণীত 'মওলানা কারামত আলী (রহঃ) এর জীবনী' শীর্ষক প্রবন্ধে (পাতা ২৪-২৭) যে সকল অলৌকিক ঘটনা উল্লেখ করেছেন নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হলো–

১। মওলানা সাহেব একটি মাত্র চাউলের উপর স্পষ্ট, সুন্দর ও পরিষ্কার অক্ষরে বিসমিল্লাহর সাথে সূরা এখলাস তাঁর নামসহ লিখতে পারতেন। দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি এই চাউল খেলে আরোগ্য লাভ করত।

২। একদা একদল লোক মওলানা সাহেবকে হত্যা করার জন্য পাঁচশত টাকা প্রদান করে এক ঘাতক পাঠানকে নিয়োগ করে। জৌনপুর শাহী মসজিদে মওলানা সাহেব শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়া অবস্থায় ঐ ব্যক্তি তার তরবারী মওলানা সাহেবের উপর উঠাতেই ঘাতকের হাত অবশ হয়ে যায় এবং হাত উঠানো অবস্থায়ই থেকে যায়। নামায শেষে মওলানা সাহেব বিষয়টি বুঝতে পারলেন। ঘাতক নিজের অপরাধ স্বীকার করে মওলানা সাহেবের কাছে ক্ষমা চাইলেন। মওলানা সাহেব নিজের হাত ঘাতকের বাহু স্পর্শ করা মাত্রই সে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেল এবং মওলানা সাহেবের কাছে তওবা করে বাইআৎ হলো।

Scanned by CamScanner

৩। নোয়াখালী জেলার এক প্রসিদ্ধ সুদখোর মওলানা সাহেবকে নিজ বাড়িতে খাওয়ার দাওয়াৎ দিলেন। উক্ত ব্যক্তি সুদ খাওয়া না ছাড়লে মওলানা সাহেব তার বাড়িতে যেতে পারবেন না বলে জানিয়ে দিলেন। এতে ঐ ব্যক্তি ও তার লোকজন ক্ষেপে মওলানা সাহেবের বোট আক্রমণ করে। ফলে বোট ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। মওলানা সাহেবের লোকজন আত্মরক্ষার জন্য উক্ত সুদখোরকে হত্যা করে। অন্যান্য লোকেরা পালিয়ে গিয়ে থানায় এজাহার দেয়। থানার পুলিশ কর্মকর্তা ঘটনাটি তদন্ত করার জন্য বোটে এলে মওলানা সাহেব পুলিশ কর্মকর্তাকে বলেন যে, তিনি কোন মানুষ হত্যা করেননি। যাকে হত্যা করা হয়েছে সে একটা শূকর। তাৎক্ষনিক পুলিশ কাপড় সরিয়ে উক্ত ব্যক্তির লাশ দেখতে চাইলে একটি মৃত শূকর দেখতে পায়। অর্থাৎ ঐ সুদখোর ব্যক্তির মৃত দেহটি শূকরে পরিণত হয়েছে। এই অলৌকিক ঘটনাটি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে লোকজন সুদ খাওয়া ছেড়ে দেয় এবং মওলানা সাহেবের কাছে তওবা করে মুরীদ হয়।

৪। একদা কোলকাতা হাওড়া পুলের নিকটে গঙ্গা নদীতে মওলানা সাহেবের বোট নোঙ্গর করা হয়। নদীর অপর পাড়ে এক হিন্দুযোগী বটবৃক্ষের নিচে ধ্যানে মগ্ন ছিল। লোকজনকে মওলানা সাহেবের নিকট বোটে যাতায়াত করতে দেখে ঐ সাধু এর কারণ জানতে চাইলে সকলেই বললো যে, এখানে এক বিখ্যাত পীর সাহেবের আগমন হয়েছে, তিনি বোটে অবস্থান করছেন। তখন সাধু বললেন,"তোমাদের পীরকে বলো তিনি যদি জুতা পায়ে হেঁটে গঙ্গানদী পার হতে পারেন তবে আমি তার শীষ্যত্ব গ্রহণ করব। আর আমি যদি পায়ে হেঁটে গঙ্গানদী পার হতে পারি তবে তাঁকে আমার শীষ্যত্ব গ্রহণ করতে হবে।" মওলানা সাহেব সাধুর উক্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। দিনক্ষণ ধার্য করা হলো। অগনিত মানুষ গঙ্গানদীর উভয় তীরে সমবেত হল ঘটনাটি দেখার জন্য। মওলানা সাহেব জুতা পায়ে পানির উপর দিয়ে হেঁটে গঙ্গানদী সহজেই পার হয়ে গেলেন। কিন্তু সাধুর পা পানিতে বার বার ডুবে গেল। অর্থাৎ সাধু পায়ে হেঁটে গঙ্গানদী আর পার হতে পারলেন না। মওলানা সাহেবের এই অলৌকিক শক্তি দেখে উক্ত হিন্দু সাধুসহ সমবেত বহুলোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন।

Scanned by CamScanner

৫। বরিশাল জেলার স্বরূপকাঠি থানায় এক হিন্দু ব্যক্তি মওলানা সাহেবের হাতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। পরের বছর মওলানা সাহেব ঐ এলাকায় পুনরায় এলে জানতে পারলেন যে, ঐ লোকটি আবার হিন্দু ধর্মে ফিরে গেছে। মওলানা সাহেব বিষণ্ন হলেন। ঐ সময় মওলানা সাহেবের বোট থেকে কিছু মোরগ ছুটে যায় এবং মন্দিরে প্রবেশ করে মূর্তির সামনে রাখা প্রসাদ খেয়ে ফেলে। এতে হিন্দু লোকজন তাদের জাত, ধর্ম, মান, ইজ্জত সব নষ্ট হয়েছে বলে ক্ষেপে ঢাল তলোয়ার নিয়ে মওলানা সাহেবের বোট আক্রমণ করেন। মওলানা সাহেব বিষয়টি জেনে উপস্থিত হিন্দু লোকদেরকে বলেন যে, "তোমরা মন্দিরের মূর্তিকে জিজ্ঞাসা কর এতে কোন ক্ষতি হয়েছে কি না"। তারা উত্তর দেয়, "মন্দিরের মূর্তি কথা বলতে পারে না। আমরা কি করে জিজ্ঞেস করবো"। উত্তরে মওলানা সাহেব বললেন যে, "মন্দিরের মূর্তি যখন কথা বলতে পারে না, মোরগ তাড়াতে পারে না, তোমাদের দেওয়া প্রসাদ খেতে পারে না, তখন তোমরা কেন তার পূজা করো ? তোমাদের ঐ মূর্তি যদি আমার সাথে কথা বলে তবে তোমরা কি ইসলাম ধর্ম কবুল করবে"? বিষয়টি অসম্ভব ভেবে সকলেই সম্মতি দেয়। তখন মওলানা সাহেব মন্দিরে গিয়ে বললেন, "হে মূর্তি কথা বলো, আমার মোরগ মন্দিরের দেওয়া প্রসাদ খেয়ে ফেলাতে কোন ক্ষতি হয়েছে কি না"। সংগে সংগে মূর্তিগুলো হাত তুলে বললো, "এতে আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি"। এই অলৌকিক ঘটনা সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং দলে দলে লোক মওলানা সাহেবের কাছে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

৬। মওলানা সাহেব রংপুর শহরে অবস্থানকালে কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোক তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করতে একজন জীবিত ব্যক্তিকে মৃত সাজিয়ে কাফন পরিয়ে তাঁর কাছে জানাজার নামায পড়ার জন্য নিয়ে আসে। মওলানা সাহেব আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বলে বিষয়টি বুঝতে পারলেন এবং পর পর তিনবার জানাজা পড়াতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু ঐ লোকগুলি বার বার তাঁকে জানাজা পড়ানোর জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে।

Scanned by CamScanner

অবশেষে তিনি ঐ লোকটার জানাজার নামায পড়ান। নামায শেষে লোকেরা হাসতে হাসতে জীবিত লোকটার কাফনের কাপড় সরিয়ে দেখতে পায় যে, লোকটা মৃত। এই অলৌকিক ঘটনা দেখে দুষ্ট প্রকৃতির লোকজন অনুতপ্ত হয়ে মওলানা সাহেবের কাছে তওবা করে মুরীদ হয়।

৭। রংপুরে মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) এর আগমনের পূর্বে এক দরবেশ সবসময় উলঙ্গ হয়ে রাস্তার পাশে থাকতেন। তাঁকে কাপড় দিলেও তিনি কাপড় পরতেন না এ বলে যে, "রংপুর শহরে কোন মানুষ নেই যে, কাপড় পরতে হবে। এখানে যারা আছেন তারা পশুর তুল্য।" মওলানা সাহেবের বোট যেদিন রংপুর শহরের উপকণ্ঠে ঘাঘট নদীর তীরে নোঙ্গর করলো ঐ দিন ঐ ব্যক্তি কাপড়ের দোকানে গিয়ে পরিধানের কাপড় চাইলেন এবং বললেন যে, "আজ রংপুরে মানুষ এসেছে আর উলঙ্গ থাকা যাবে না"।

৮। রংপুর শহরে অবস্থানকালে মওলানা সাহেব পালকি চড়ে একদিন এক জঙ্গলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন রাস্তার ধারে জঙ্গলে এক মহিলা লাকড়ী সংগ্রহ করছিল। মওলানা সাহেব পালকীর দরজা খুলে ঐ দৃশ্যটি দেখতে থাকেন। পালকী গন্তব্য স্থানে পৌছার পর সংগের লোকজনরা মহিলাটির লাকড়ী সংগ্রহের দৃশ্য অবলোকন করার কারণ জানতে চাইলে মওলানা সাহেব বলেন যে, "হযরত আজরাইল (আ:) সাপের সুরত ধরে ঐ স্ত্রী লোকটিকে দংশন করে তার জান কবজ করবে। এই জন্যই তিনি ঐ দৃশ্য দেখে ছিলেন।" পরবর্তীতে সত্যি সত্যিই সাপের দংশনে মৃত ঐ মহিলার লাশ জানাজার জন্য মওলানা সাহেবের কাছে আনা হলো। তখন সকলেই মওলানা সাহেবের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে অবগত হলো।

৯। রংপুর শহরে অবস্থানকালে দৈনিক অগণিত লোক আরোগ্যলাভের জন্য মওলানা সাহেবের পানি পড়া নেওয়ার জন্য তাঁর কাছে আসতেন।

Scanned by CamScanner

একদিন প্রচন্ড ভীড়ের মধ্যে একব্যক্তি একগ্লাস পানি দম করে নেয়। কিন্তু লোকটার সন্দেহ হয় যে, মওলানা সাহেবের ফুক ঐ গ্লাসের পানিতে পড়েনি। তাই সে পুনরায় মওলানা সাহেবকে পানিতে ফুক দিতে বললে মওলানা সাহেব ফুক দেয়া মাত্র গ্লাসটি ভেংগে যায়। প্রতিদিন প্রচন্ড ভীড়ের কারণে মওলানা সাহেব শেষ পর্যন্ত এক গ্লাস পানি দোয়া কালেমা পড়ে ফুক দিয়ে রংপুর শহরের পুরাতন জামে মসজিদ সংলগ্ন কুয়ায় ফেলে দেন এবং মানুষকে ঐ কুয়া থেকে পানি নেয়ার জন্য উপদেশ দেন। মওলানা সাহেব যত দিন জীবিত ছিলেন ততদিন সেই কুয়ার পানি পান করে সকলেই আরোগ্য লাভ করেছেন।

Scanned by CamScanner

ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং সংস্কার আন্দোলন

জৌনপুর থেকে তাবলীগের প্রচার শুরু

হযরত সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী (রহঃ) এর কাছ থেকে এজাযত প্রাপ্ত হয়ে সর্বপ্রথম তিনি জৌনপুরে আসেন এবং মহল্লায় মহল্লায় এবং ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষকে নামায, রোযা, পর্দা এবং ইসলামের অন্যান্য করণীয় বিষয়ে হেদায়েত করতে থাকেন। তিনি জৌনপুরে পুনরায় মসজিদে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আজানসহ এবং শুক্রবারে জুমুআর নামায জামাআতের সাথে পড়ার প্রচলন শুরু করেন। সে সময়ে মুসলমানদের বিয়েতে অধিকাংশ স্থানেই হিন্দুয়ানী প্রথার প্রচলন ছিল। মওলানা কারামত আলী সাফল্যের সাথে ঐ সকল বিদআত ও শরীয়ত-বিরোধী কাজ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের প্রকৃত নাম ছিল 'জুনা খান' যিনি ১৩২৫ খ্রিঃ থেকে ১৩৫১ খ্রিঃ পর্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সিন্ধুর বিদ্রোহ দমনকালে ১৩৫১ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর চাচাত ভাই ফিরোজ শাহ তুঘলক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৩৬০ খ্রিষ্টাব্দে জুনাখান এর নামানুসারে জৌনপুর শহর প্রতিষ্ঠা করেন। তুঘলক বংশের শেষ সুলতান মাহমুদের রাজত্বে সারওয়ার অথবা 'খাজা জাহান' নামক একজন প্রভাবশালী খোজা ১৩৯৪ খ্রিষ্টাব্দে জৌনপুরে একটি স্বাধীন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন যা শর্কী বংশ নামে পরিচিত। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দত্তক পুত্র মালিক করণফুল 'মুবারক শাহ শর্কী' উপাধি ধারণ করে জৌনপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। শর্কী বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ইব্রাহিম শর্কী ১৪০২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর ভাই 'মুবারক শাহ শর্কী'র মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইব্রাহীম শাহ শর্কী সংস্কৃতিমনা ছিলেন। তাঁর আমলে জৌনপুরে অনেক ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য নির্মাণ করা হয়। তন্মধ্যে জৌনপুরের বিখ্যাত 'জামে মসজিদ' অন্যতম। মসজিদটির উচ্চতা ৭৫

Scanned by CamScanner

ফুট এবং চওড়া ৪৫ ফুট। সিকান্দার লোদী(১৪৮৯-১৫১৭খ্রিঃ) দিল্লীর সিংহাসন আরোহনকালে তাঁর বড় ভাই বরবক শাহ এর বিদ্রোহ দমনের জন্য জৌনপুর আক্রমণকালে জৌনপুর জামে মসজিদের প্রভূত ক্ষতিসাধিত হয়। পরবর্তীকালে মসজিদটির আর কোন সংস্কার করা হয়নি। অর্থাৎ পূর্বদিকটি ভাঙ্গা অবস্থায় রয়ে যায়। জৌনপুর খান্দানের প্রখ্যাত আলেম, মুফতি মওলানা জাফর আহমদ সিদ্দিকী জৌনপুরী যিনি বর্তমানে উক্ত জামে মসজিদের ইমাম তাঁর উদ্যোগে ১৩৯৯ হিজরী থেকে শুরু করে ১৪১৩ হিজরী পর্যন্ত অর্থাৎ ১৫ বছর সময়ে উক্ত মসজিদটির সংস্কার করা হয়। জৌনপুর দিল্লী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর সরকারী অফিস আদালত দিল্লীতে স্থানান্তর করা হয়। জৌনপুর শহর হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় মুসলিম স্থাপত্যগুলি প্রায় বিলীন হয়ে যায়। জৌনপুর জামে মসজিদেও নিয়মিত নামায পড়া বন্ধ হয়ে যায়। এখানে হিন্দুদের দেবদেবীর পূজা হতো এবং গান বাজনা হতো। মওলানা কারামত আলী অনেক পরিশ্রম এমনকি নিজের জীবন বিপন্ন করে মসজিদটি মুসলমানদের দখলে আনেন এবং নিয়মিত আজান ও জামাআতের সাথে মাত্র ৫ জন মুসলমান নিয়ে দৈনিক নামায ও জুমুআ-র নামায আদায় করতেন। কথিত আছে যে, দিনে পাঁচবার আযান দেয়ার জন্য একবার এক বৃদ্ধা মহিলা মওলানা সাহেবের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর গায়ের উপর কলসি নিক্ষেপ করেন। একবার জৌনপুর শহরের মোল্লাটোলার দোতলা বাড়িতে তাঁকে আটকে রেখে হত্যার চেষ্টা করা হয়। তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে 'বুনট' নামক বিশেষ ধরনের ব্যায়াম কৌশলের মাধ্যমে শত্রুদের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করেন। মওলানা কারামত আলী হানাফী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। মওলানা সাহেব তাঁর প্রণীত 'নূরন আলা নূর' বইতে উল্লেখ করেন যে, সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী (রহঃ) খেলাফতনামায় তাকলীদ করার আদেশ করেছেন এবং তিনি নিজেও ইমাম আজম আবু হানিফা (রহঃ) এর মোকাল্লেদ ছিলেন এবং কোন হাদিস নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হলে তাঁর পীর মোরশেদ আবু হানিফা (রহঃ) যে হাদিস গ্রহণ করেছিলেন, তা অনুসরণ করতে বলেন। মওলানা কারামত আলী জৌনপুরে হানাফী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তীতে সমগ্র ভারতে ইসলামী শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই মাদ্রাসার প্রথম শিক্ষক ছিলেন বিখ্যাত আলেম হযরত মওলানা আব্দুল হালিম সাহেব। মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী

Scanned by CamScanner

তাবলীগের প্রথম ছয় বছর জৌনপুর, গাযীপুর, আ'জমগড়, ফয়যাবাদ এবং সুলতানপুর অঞ্চলসমূহে ইসলাম ধর্ম প্রচার করে এলাকার লোকদেরকে শরিয়তের পাবন্দ করে তোলেন এবং বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা কায়েম করেন।

হেদায়েতের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে যাত্রা

তাঁর পীর কেবলার নির্দেশে বাংলা ও আসামে হেদায়েতের উদ্দেশ্যে ১২৫০ হিজরীতে তিনি সর্বপ্রথম কোলকাতায় এসে পৌছেন। ঐ সময় কোলকাতা শহরে সাইয়্যেদ আহমদ (রহঃ) এর খলিফাগণের মধ্যে মরহুম মওলানা হাফেজ জামালুদ্দিন সাহেব, মুহাদ্দেস মওলানা ওয়াজীহ সাহেব (কোলকাতা মাদ্রাসা আলীয়ার হেড মাওলানা), কাজী আবদুল বারী সাহেব এবং ঐ সিলসিলার আরও কয়েকজন বুযুর্গ ব্যক্তি মওলানা কারামত আলীকে কোলকাতায় স্বাগত জানান। ওখানে কয়েকদিন থেকে ওয়াজ-নসীহত করেন এবং দলে দলে লোক তাঁর কাছে এসে তওবা করে বাইআৎ হলেন। কোলকাতা শহরে অবস্থানকালে মওলানা সাহেবের পুত্র মরহুম মওলানা হাফেজ আহমদ জৌনপুরী (রহঃ) জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতার কাজ শেষ করে মওলানা কারামত আলী একাধিক বজরাযোগে (বোটে) পূর্ববঙ্গের দিকে যাত্রা করেন। একটি বোটে যানানা, একটিতে ভ্রাম্যমাণ মাদ্রাসা, একটিতে খাদেম ও কর্মচারীগণ, অপর একটিতে হযরত মওলানা কারামত আলী ও তাঁর খলিফারা থাকতেন। সর্বসাধারণের সাহায্যে ঐ কাফেলার ব্যয়ভার গ্রহণ করা হতো। তিনি ৫১ বছর বাংলা ও আসামে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে শরীয়ত মোতাবেক ইসলামী জীবন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতের উত্তর প্রদেশের জৌনপুর থেকে সুদুর বাংলাদেশে পদব্রজে, পালকিতে, নৌপথে বজরায় (বোটে) যশোহর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, পূর্নিয়া, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, কুচবিহার, সিলেট কাছাড় ও আসামে ভ্রমণ করে লাউ সিদ্ধ খেয়ে কখনো উপোস থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন এবং বেদ্আত ও শির্কের বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে বুঝিয়ে এবং সংগ্রাম করে এমনকি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অধপতিত মুসলমানদের শরীয়তের পাবন্দ করেছিলেন। যারা

Scanned by CamScanner

ধর্মীয় অনুশাসন ভুলে গিয়ে নামায রোজা ত্যাগ করেছিল যুক্তি-তর্ক ও সংস্কারের মাধ্যমে তাদেরকে হেদায়েত করে শরীয়তের পথে আনতে তিনি যে নিরলস পরিশ্রম করেছিলেন তা সর্বজনস্বীকৃত। প্রথম পর্যায়ে একটানা ১৮ বছর বাংলায় তাবলীগের পর তিনি জৌনপুরে ফিরে যান।

সিপাহী বিদ্রোহ

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইংরেজদের বৈষম্যমূলক আচরণে যখন দেশীয় হিন্দু মুসলিম সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছিল তখনই এনফিল্ড রাইফেল নামক একপ্রকার বন্দুকে গরু ও শুকরের চর্বি মিশ্রিত টোটা যা দাঁতে কেটে বন্দুকে ব্যবহার করা হতো তা নিয়ে কোলকাতার নিকট ব্যারাকপুরে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ মার্চ হিন্দু মুসলিম সিপাহীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পরে দাবানলের মত ভারতের মীরাট, দিল্লী, যুক্তপ্রদেশ ইত্যাদি জায়গায় বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে আরো বিভিন্ন ইস্যুতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সারা ভারতে বিদ্রোহ শুরু হয় যাকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ঐ সময় হিন্দু মুসলমান একসাথে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। জৌনপুরে তখন নীল চাষ করা হতো। মওলানা কারামত আলী এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তিনিই ছিলেন আন্দোলনের মুল পরিকল্পনাকারী। আন্দোলনের সময় ২জন মহিলাসহ ১৮জন ইংরেজ লোক প্রাণ রক্ষার্থে মওলানা কারামত আলীর বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নেন। সাতদিন পর ঐ ইংরেজ ব্যক্তিদের নিরাপত্তা রক্ষার্থে ঘোড়ার গাড়ীতে পর্দা দিয়ে ওদেরকে জৌনপুর থেকে সাঁয়ত্রিশ মাইল দুরে বেনারস ক্যান্টনমেন্ট এ নিয়ে যান। তখন কর্নেল হ্যাডসন ছিলেন ঐ ক্যান্টনমেন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার। ইতিমধ্যে আন্দোলনের নেতৃত্বের দায়ে মওলানা কারামত আলীকে গ্রেফতার করা হয় এবং মৃত্যুর আদেশ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে জৌনপুরে আশ্রিত ও মুক্তিপ্রাপ্ত ১৮জন ইংরেজ মওলানা কারামত আলীর পক্ষে জৌনপুর জজকোর্টে সাক্ষ্য প্রদান করেন। ফলে মওলানা কারামত আলীকে মুক্তি দেয়া হয়। ইংরেজদের জীবনরক্ষার জন্য তাঁকে 'কুইন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল' ক্রেস্ট প্রদান করা হয় এবং রাজা এবারাত আলী জাহান-এর পুরো জমিদারী দান করা হয়। কিন্তু মওলানা কারামত আলী

Scanned by CamScanner

উক্ত ক্রেস্ট ও জমিদারী প্রত্যাখ্যান করেন। তবে ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং (পরবর্তীতে ভাইসরয় বা রাজ প্রতিনিধি উপাধীতে ভূষিত) এর অনুরোধে ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে কোলকাতা শহরে তিনি ঈদুল ফিতরের নামাযের ইমামতি করেন। গভর্নর জেনারেল ঈদের মাঠের কাছে তাঁর জন্য তৈরী সুরক্ষিত মঞ্চে উপস্থিত থেকে ঐ ঈদের নামাযের জামাআত অবলোকন করেন। উল্লেখ্য যে, ঐ বছর নোয়াখালী জেলার ভবানীগঞ্জে মওলানা কারামত আলী সাহেবের ঈদুল ফিতর নামাযের ইমামতি করার কথা ছিল। গভর্নর জেনারেল এর অনুরোধ রক্ষা করার জন্য তাঁর জেষ্ঠ্যপুত্র মরহুম মওলানা হাফেজ আহমদ জৌনপুরী (রহঃ)কে ভবানীগঞ্জে ঈদুল ফিতর নামাযে ইমামতি করতে জৌনপুর থেকে পাঠানো হয়।

মওলানা কারামত আলী'র জীবন ছিল দ্বিমুখী সংগ্রামপূর্ণ। পূর্ববঙ্গের মুসলিমদের আচার-ব্যবহারে যে সকল হিন্দু রীতিনীতি ও কুসংস্কার ঢুকে পড়ে, প্রথমত তিনি এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন এবং তাঁর লেখায় এগুলোর নিন্দা করেন। এ বিষয়ে তিনি রাদ্দু'ল-বিদআঃ নামক একখানা বইও রচনা করেন। দ্বিতীয়ত, তিনি নতুন সংস্কার বিরোধী দলগুলোকে প্রকৃত ইসলামের আওতায় পুনরানয়নের জন্য চেষ্টা করেন এবং এ উদ্যমে সফলকাম হন। তাঁর 'হিদায়াতু'র-রাফিদিন' নামক বিশেষ পুস্তক এ বিষয়ের উপর লিখিত।

যুক্তিতর্ক (বাহাস) এর মাধ্যমে ধর্ম প্রচার ও সংস্কার আন্দোলন

ইসলাম প্রচারের সময়ে মওলানা সাহেব যুক্তিতর্ক বা বাহাস এর মাধ্যমে বিভিন্ন জটিল প্রশ্নের যুক্তিসংগত জবাব প্রদান করতে চেষ্টা করতেন। চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারকালে জনৈক মুখলেসুর রহমান নামে এক বেদআতী মৌলভী মওলানা সাহেবকে কাফের বলতেও ইতস্ততঃ করেনি। মওলানা কারামত আলী সাহেব তাঁর রচিত 'আনওয়ারে কেরামত' নামক কিতাবে ফার্সী ভাষায় এর জবাব দিয়েছিলেন। ঐ ব্যক্তির দুঃসাহস এত বেড়ে গিয়েছিল যে, কলেমার সাথে নিজের নাম জুড়ে দিয়েছিলেন। অবশেষে ঐ ব্যক্তির সাথে মওলানা সাহেবের বাহাসের দিন তারিখ ঠিক হলে শহরের বহু গণ্যমান্য ও ওলামায়ে কেরামসহ মওলানা কারামত আলী বাহাস স্থলে উপস্থিত থাকলেও ঐ ব্যক্তি জেলখানায় গিয়ে আশ্রয় নেন। বহুক্ষণ

Scanned by CamScanner

প্রতীক্ষার পর মুনশী ফজলুর রহমান, দারোগা করীমুল্লাহ এবং মুনশী ফায়েয আহমদ তাকে জেলখানা থেকে ডেকে আনার চেষ্টা করলেও তিনি সভায় উপস্থিত হননি। অবশেষে শহরবাসী ভন্ড মুখলেসুর রহমানের দল ছেড়ে মওলানা কারামত আলীর কাছে বাইআৎ গ্রহণ করেন। ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে তিনি বহুবার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু কোন ভয় বা ভীতি তাঁকে হেদায়েতের পথ থেকে সরাতে পারেনি। একবার তাবলীগ করার সময় চট্টগ্রামে জনৈক দুর্দান্ত জমিদার যিনি বহু আলেমকে হত্যা করেছিলেন অনেক বাধা বিপত্তির পরও তিনি উক্ত জমিদার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হন। ঐ জমিদার নাকি কাউকে তার সামনে বসতে দিতেন না। কিন্তু তিনি মওলানা সাহেবকে দেখে নিজে কুরসি এগিয়ে দিয়ে তাঁকে বসতে অনুরোধ করেন। মওলানা সাহেব বহু যুক্তি দিয়ে তাঁকে তৌহিদ সম্পর্কে বুঝানোর চেষ্টা করেন। উক্ত জমিদার মওলানা সাহেবকে বললেন, "আমি যদি যুক্তি ও প্রমাণ না বুঝি তবে আপনি কি করবেন?" জবাবে মওলানা সাহেব বললেন, "আবার বুঝাবো। বার বার বুঝানোর চেষ্টা করবো। তারপরও যদি আপনি না বুঝতে চান তবে আমার হাতের এ তরবারী দিয়ে আপনাকে বুঝাবো"। উক্ত জমিদার মওলানা সাহেবের এ সাহস দেখে ভীত ও শংকিত হয়ে বললো যে, "এ মাসালাটি অনেক আলেমকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কিন্তু তারা ভয়ে আমাকে হুজুর হুজুর বলতে লাগলো। আমি তাদেরকে ক্রোধে হত্যা করেছি কিন্তু আপনি সত্যিকারের একজন হাদী। আপনার দ্বারা ইসলাম সতেজ ও উজ্জ্বল হবে"। অতঃপর উক্ত জমিদার মওলানার হাতে বাইআৎ হয়েছিলেন।

শুধু চট্টগ্রাম নয় পাটনার মৌলভী আবুল হুসাইনের সাথে কোলকাতার মৌলভী মুহম্মদ সিদ্দীক পাঞ্জাবীর সাথে, বরিশালের মৌলভী আবদুল জব্বার ও ফরিদপুরের দুদু মিঞা প্রমুখের সাথে, মওলানা শাহ কারামত আলীকে বহু 'বাহাস' করতে হয়েছিল। প্রতিবারই আল্লাহর রহমতে তিনি জয়ী হয়েছেন। তবে তখনকার সময়ে বাংলাদেশে জুমুআ ও ঈদের নামায আদায় সম্পর্কে পীর দুদু মিয়া ও আবদুল জব্বারের সাথে যে বাহাস হয়েছিল তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পীর দুদু মিয়া বিখ্যাত 'ফারায়েজী' আন্দোলনের নেতা ফরিদপুরের আলহাজ্জ শরীয়তুল্লাহ'র পুত্র। আবদুল জব্বার ছিলেন এদের খলীফা। ইংরেজ শাসিত ভারতকে 'Dar-ul-Harb or Country of the Enemy' অর্থাৎ শত্রুর দেশ আখ্যা

Scanned by CamScanner

দিয়ে তাঁরা এখানে জুমুআ-র নামায ফরজ বা ঈদের নামায ওয়াজিব হতে পারে না মর্মে ফতোয়া বা মতামত দেন। মওলানা শাহ্ কারামত আলী সাহেব ২৩ নভেম্বর বুধবার, ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে 'Muhammadan Literary Society of Calcutta' আয়োজিত সভায় ফতুয়া-ই-আলমগীরের ব্যাখ্যার আলোকে ব্রিটিশগণ যেহেতু মুসলমানদেরকে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছে সেহেতু ভারতবর্ষকে 'Dar-ul-Islam' না বলে 'Dar-ul-Aman or Country of Faithful' অর্থাৎ ঈমানদারদের দেশ বলে আখ্যা দেন। সুতরাং ভারতবর্ষে জুমুআ বা ঈদের নামায আদায় না করার কোন যুক্তি থাকতে পারে না মর্মে তিনি মতামত দেন। তবে মওলানা শাহ্ কারামত আলী ভারতবর্ষকে 'Dar-ul-Islam' অর্থাৎ ইসলামী দেশ বলেননি। তাঁর রচিত কেতাব 'হুজজাত-ই-কাতিয়া' পাতা ১৩ এ উল্লেখ করেছেন যে, "অমুসলিমরা মুসলিম দেশ জয় করলেও জুমুআ-র সালাত ও দু'ঈদের সালাত কেবল জায়েয নয়- বাধ্যতামূলকও বটে"। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বিশ্বের যে সকল দেশ মুসলিম শাসিত নয় সেখানেও রীতিমতো মসজিদে জামাআতের সাথে জুমুআ-র নামায ও ঈদের নামায আদায় হচ্ছে। মুসলিম আলেমগণ এ নিয়ে আজ আর কোন প্রতিবাদ করছেন না। মওলানা কারামত আলী সাহেবের তখনকার দেওয়া মতামত যে সঠিক ছিল তা প্রমাণিত হলো। প্রকৃত পক্ষে ফারায়েজী আন্দোলনে রাজনৈতিক প্রভাব ছিল। মওলানা কারামত আলী রাজনীতির চেয়ে নৈতিক জিহাদের উপর বেশী জোর দিয়েছিলেন। তাঁর মনে এ বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষে মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন না করলে ইংরেজ ভারত ছাড়লেও অন্য ধর্মের লোকরাই ভারত শাসন করবে। তাতে মুসলমানদের অবস্থা আরও বিপন্ন হতে পারে। স্যার সৈয়দ আহমদ যেমনি ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে মুসলমানদের ক্ষমতায়নের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছিলেন মওলানা শাহ্ কারামত আলী তেমনি ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের ক্ষমতায়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তবে তিনি ইংরেজী শিক্ষার বিরোধিতা করেননি। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং বৃহত্তম সুন্নী মতবাদের দেশ বাংলাদেশ মওলানা শাহ্ কারামত আলীর অনেক সংগ্রামের ফসল। মওলানা কারামত আলী কঠোর ওহাবী বিরোধী ছিলেন। ওহাবীরা এতই কট্টর পন্থী ছিল যে, যাদের সাথে তাদের মিল নেই তাদের সকলকেই মুশরিক

Scanned by CamScanner

বলে তারা মনে করে। মওলানা কারামত আলী তাঁর লিখিত কেতাব 'হুজজাত-ই-কাতিয়া' পাতা ৯-৩৮ এ শিরক, বিদআ এবং কালেমা পাঠকারী বেনামাযীদের জানাজা পড়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উক্ত কেতাবে তিনি ফাসেক (পাপী) ও কাফেরদের (অবিশ্বাসী) মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করেন। তাঁর মতে কালেমা পাঠকারী কোন মুসলমান গাফেলতির জন্য জীবদ্দশায় নামায না পড়লেও তাঁর জানাজা পড়তে হবে। যারা বেনামাযীর মৃত্যুর পর তার জানাজা পড়তে অস্বীকার করেন তাদেরকে তিনি কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেন। মিলাদ মাহফিলে রাসুল (সাঃ) এর প্রতি সালাম পাঠ করার সময় 'কিয়াম' (দাঁড়ানো) মুস্তাহাব মর্মে তিনি মতামত দেন। এ বিষয়ে তিনি বিভিন্ন বই লিখেছেন। তন্মধ্যে 'মুরাদুল মুরীদীন' ও 'মোলাখ্‌খাস' অন্যতম। 'Encyclopaedia of Islam' Vol-II (k), পাতা ৭৫২-৭৫৩ এ মওলানা কারামত আলী সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করা হয় এর কিছু অংশ নীচে দেওয়া হলো–

(i) Karamat Ali's life was a double struggle; first he combated the Hindu customs and superstitions, secondly he tried to bring back into the fold of orthodoxy the new heterodox schools against which he waged a successful war.

(ii) He kept in touch with the Musalmans of Bengal and distributed to the needy all the presents that he received. He was a trained kari and an expert calligraphist.

(iii) His following was so large that there was hardly a Bengal village without his disciples and he still exerts a living influence in certain districts of that province.

মওলানা শাহ্ কারামত আলী জৌনপুরী হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরোধিতা করেছিলেন। বদরুদ্দীন উমর কর্তৃক লিখিত 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাংগালী সমাজ' বইতে লেখক উনিশ শতকের হিন্দু সমাজে বিভিন্ন অন্তহীন কুসংস্কার ও অজস্র শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ এর কথা উল্লেখ করেন। সতীদাহের মতো একটি বর্বর প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে রাজা রামমোহন রায় হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে নতুন ব্রাহ্ম সমাজ প্রবর্তন করেছিলেন। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রচলনের প্রচেষ্টা করতে গিয়ে বস্তুতঃপক্ষে প্রায় সর্বশান্ত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর এই জন্য দেশের লোককে 'অসার ও অপদার্থ' বলে

Scanned by CamScanner

নিজের হতাশাকে ব্যক্ত করলেও সেই হতাশার মূল কারণ তৎকালীন হিন্দু সমাজের কুসংস্কার এবং কাঠামোর মধ্যেই নিহিত ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ্ প্রচলনকে সৎকর্মই মনে করতেন। তাই নিজের পারিবারিক ও গ্রাম্য সমাজের আপত্তি সত্ত্বেও তিনি নিজের পুত্র সন্তানের বিধবা বিবাহে আপত্তি তো করেনইনি উপরন্তু তাতে গর্বই বোধ করেছিলেন। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মধ্যবর্তী সময়ে কলকাতার সামাজিক জীবনে যে উত্তাল তরঙ্গ দেখা দেয় সে তরঙ্গের নাম ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন। এ আন্দোলনের ফলে ১৮২৯ সালে গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ নিবারণ আইন প্রণয়ন করেছিলেন, সতীদাহ নিষিদ্ধ হয়েছিলো। মওলানা কারামত আলী 'ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন' সমর্থন করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছেলের বিধবা বিবাহের পর মওলানা শাহ কারামত আলী বিদ্যাসাগরকে পত্র লিখে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। এক সময়ে আসামের অবস্থা এমন শোচনীয় ছিল যে অধিকাংশ লোকই উলংগ থাকতো। কিছু সংখ্যক লোক অবশ্য নেংটী পরতো। মওলানা কারামত আলী এসব লোকদেরকে ডেকে এনে একখানা করে কাপড় আর প্রত্যেককে একটি করে টুপী বিতরণ করতেন। তিনি ঢাকা থেকে ৪ হাজার লুঙ্গি ও কয়েক হাজার গজ থান কাপড় এনে লোকদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। হাদীয়া হিসেবে যা পেতেন তা গরীব মুসলমানদের দান করে দিতেন। এরূপে আসামে লোকজন কাপড় পরতে অভ্যস্ত হয়েছিল এবং সভ্যতার আলো দেখলো। জনৈক ইংরেজ লেখক এ সম্পর্কে লিখেছেন "মওলানা কারামত আলী সাহেব বাংলা ও আসামের মানুষকে শুধু মুসলমানই করেননি বরং তাদেরকে কাপড় পরা শিখিয়ে সভ্য করেছিলেন"। বাংলাদেশ ও আসামের গ্রামে গঞ্জে যেখানে কোন আজান দেওয়া হত না ও জুমুআ-র নামায পড়া হতো না মওলানা কারামত আলীর উদ্যোগ ও প্রচারের ফলে সে সকল পরিত্যক্ত মসজিদগুলো আবার আজানের ধ্বনিতে মুখরিত ও আবাদ হয়ে উঠেছিল। তিনি যেখানেই যেতেন নামাযের সময় হলে আজান দিয়ে জামাআত এর সাথে নামায পড়তেন। এজন্য তাঁকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। শিরক, কবর পূজা, পীর পূজা ও বেদাআতের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর।

ইসলামী মূল্যবোধ, জাতীয় ঐক্য এবং চেতনায় উদ্বুদ্ধ একজন প্রগতিশীল ধর্ম সংস্কারক হিসাবে মওলানা কারামত আলীর আন্দোলনকে ঐ সময়ে যারা সমর্থন

Scanned by CamScanner

দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে নওয়াব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, নওয়াব আমীর আলী এবং জয়নাল আবেদীনের নাম অন্যতম। এ প্রসংগে ইংরেজ লেখক James Wise তাঁর লিখিত 'Notes on Races, Casts and Trades of Eastern Bengal, (London 1833)' পাতা ৩১এ বর্ণনা করেন যে,

> "The most successful and celebrated missionaries, however, were Maulavi Karamat Ali, Zaynal Abedin and an Arab, Sayyid Mohammad Jamal-ul-Lail whose preaching among the village of Eastern Muslim Bengal has had the most momentous effects not only by uniting under one banner the vast majority of the middle and working classes, but also by arousing the intolerant spirit of Mohammadanism which had lain dormant nearly a century".

সূফীবাদ

ইসলাম বাংলাদেশে প্রসার লাভ করেছিল প্রধানত সূফী সাধকদের ধর্ম প্রচারের মধ্য দিয়ে। তাঁদের খানকাহ ও মক্তবসমূহ ছিল ইসলাম ধর্মপ্রচার ও শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্র। সেখানে হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খৃষ্টান সকল ধর্মাবলম্বীর আনাগোনা হতো। তাঁদের দ্বার সকলের জন্য ছিল অবারিত। ফলে অমুসলমানরাও ইসলামকে জানার ও বোঝার সুযোগ লাভ করে। ইসলামের সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। সূফী সাধকগণ ছিলেন উদারপন্থী। তাঁরা তাওহীদ স্বীকার ও আল্লাহ-প্রেম লাভের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতেন। স্বভাবতই তাঁরা ইসলামের সনাতন রীতিনীতি পালনের ব্যাপারে অধিকতর সহনশীল ও উদার মনোভাব পোষণ করতেন। সুফী সাধকগণ জোর জবরদস্তী করে কাউকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেননি। উল্লেখ্য যে, হিন্দু ধর্মের অন্তহীন কুসংস্কার এবং অজস্র শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ যেমন সতীদাহ, বাল্য বিবাহ, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ইত্যাদি কুসংস্কার এবং নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু সামান্তবাদ এবং শ্রেণীবাদের নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাবার জন্য শান্তির ধর্ম ইসলামে দীক্ষিত হয়।

Scanned by CamScanner

সূফী সাধকগণের ত্যাগ, সাধনা ও উদার নীতির ফলে এদেশে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটে। তবে অন্যান্য ধর্মের কিছু আচার-আচরণ ও সংস্কৃতি ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করে।

সৈয়দ মুরতাজা আলী তাঁর লিখিত বই 'Saints of Bangladesh' পাতা ৭ এ সূফীবাদের উদারনীতির উপর লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে,

> "It was necessary to him over the support of the local people either by converting them or by pacifying them. This implied some sort of compromise with the local customs and beliefs...These converts retained their long-inherited customs, beliefs and love for the old epics".

সৈয়দ মুরতাজা আলী তাঁর লিখিত বই "বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লব" পাতা ১২ এ উল্লেখ করেছেন যে,

> "সতর শতক থেকে স্বাধীনচেতা মোগল সুবাদারদের উদারতার ফলে বাংলাদেশে বিদেশী মুসলমান আগমনের জোয়ার আসতে থাকে। মোগল শাহজাদাদের অনেকেই এখানে সুবাদার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সুবাদারদের ছত্রছায়ায় অনেক ইরানী এ দেশে এলেন তাঁদের আদব-কায়দা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও আচার অনুষ্ঠান নিয়ে। এমনিভাবে সতর শতক থেকে মোগল শাসনের অবসান পর্যন্ত সূফী সাধকদের ধর্মপ্রচারের ফলে বাংলাদেশ তথা গোটা উপমহাদেশে আর্য সংস্কৃতি এবং আরব তথা ইসলামী সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে। এবং এই সংমিশ্রণের ফলে প্রচলিত ইসলামে অনেক গায়ের ইসলামী আচার ও বিশ্বাস তথা শির্‌ক ও বিদ্‌আত অনুপ্রবেশ করে।"

মোহাম্মদ এনামুল হক তার লিখিত বই 'A History of Sufi-ism in Bengal)' পাতা ২৯৪ এ উল্লেখ করেছেন যে,

> "Islam being chiefly a missionary religion and its propagation in the east being mainly depended on the Sufi missionaries...had to bring within its fold a large number of people already affiliated to a culture and

Scanned by CamScanner

civilization almost different from those of the Arabs, i.e. Semities. The amalgamation of these two sets of culture and civilization, viz Aryan (including non-aryan) and Semitic produced many new things in the different spheres of our Bengali Muslim life".

সূফীসাধকগণ বিভিন্ন তরীকা যেমন : চিশতীয়া, কাদেরীয়া, নাখশেবন্দীয়া ও মোজাদ্দেদীয়া তরীকার মাধ্যমে এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। মওলানা কারামত আলী এসকল তরীকার সাথে তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া সম্পৃক্ত করেন। উল্লেখ্য, তিনি তাঁর পীর হযরত শহীদ সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী (রহঃ) কর্তৃক প্রচলিত "তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া" এর অনুসারী এবং প্রথম প্রচারক ছিলেন। হেদায়েতকালে তিনি বাংলা ও আসামে এ তরীকা প্রচলন করেন। মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) তাঁর প্রণীত এলমে মারেফাত বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ 'নূরুন আলা নূর' এ তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া এর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং তাঁর প্রণীত কেতাব 'যা'দুত তাকওয়া এ এলমে মারেফাত' এবং চার তরীকার কার্যাবলীর বিষয়ে আলোচনা করেন। পবিত্র কুরআনের "সূরা হাশর" এর ৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহপাক এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, "রাসূল যা করতে বলেছেন, তা কর এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা করো না।" পবিত্র কুরআনের এ নির্দেশ অনুসরণ করাই 'তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া' এর মুল লক্ষ্য। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশে তৎকালীন পীর পূজা, কবর পূজা, পীরের দরগাহ্ এ গান-বাজনা চর্চা ইত্যাদির প্রচলন শরীয়ত বিরোধী ছিল। মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) কঠোর শরীয়তপন্থী ছিলেন। পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের আলোকে "ফিকাহ্" ও "তাক্‌লীদ্" অনুযায়ী তিনি এদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। পরবর্তীকাল থেকে তাঁর বংশধরগণ ও খলিফাগণ 'তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া' অনুসরণ করে এখনো হেদায়েতের কাজে নিয়োজিত আছেন।

Scanned by CamScanner

ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার প্রণীত 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' প্রসঙ্গে

ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ফকির মজনু শাহের 'ফকির আন্দোলন' স্বাধীনতার মাইলফলক হিসেবে অভিহিত। তিতুমীর (সৈয়দ নিসার আলী) কোলকাতার নারিকেলবাড়ীয়ায় একটি মজবুত বাঁশের কিল্লা নির্মাণ করেন এবং সেখান থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে চব্বিশপরগোনা, নদীয়া এবং ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ দখল করে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। ইংরেজ বাহিনীর অধিনায়ক আলেকজান্ডার তিতুমীরের কাছে পরাজিত হন এবং পালিয়ে যান। লর্ড বেন্টিঙ্ক তিতুমীরকে পরাস্ত করতে শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করেন। তিতুমীরের লাঠিয়াল বাহিনী ইংরেজদের প্রতিরোধ করলেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। তিতুমীরের 'বাঁশের কিল্লা' বিধ্বস্ত হয়। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে তিতুমীর শহীদ হন। হাজী শরীয়তুল্লাহর নেতৃত্বে সংস্কার আন্দোলনের নামে ফারায়েজী আন্দোলন শুরু হয়। ফরজ (অবশ্যই পালনীয়) শব্দ থেকে ফারায়েজী শব্দের উৎপত্তি। ১৮৪০ সালে হাজী শরীয়তুল্লাহ'র মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র ছেলে মহসেন উদ্দিন (দুদু মিয়া) এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ফারায়েজী আন্দোলন ধর্মীয় আন্দোলন নামে শুরু হলেও পরে এটা রাজনৈতিক রূপধারণ করে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ, নীলচাষের বিরুদ্ধে দেশীয় চাষীদের আন্দোলন (১৮৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দ), মোঘল সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের স্বাধীনতা ঘোষণা (অবশ্য পরে তাঁকে বন্দী করে রেঙ্গুনে নির্বাসন দেয়া হয়। মৃত্যুর পর রেঙ্গুনেই তাঁকে সমাহিত করা হয়), নানা সাহেবের কানপুর বিদ্রোহ, ঝাঁশির রাণী লক্ষ্মীবাঈ এর স্বদেশ রক্ষার্থে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণদান এবং নাটোরের রাণী ভবানীর বিদ্রোহ ইংরেজদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে। হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়া, মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরানো ও বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে ইংরেজরা ভারতবর্ষ শাসন করতে থাকে।

Scanned by CamScanner

মুসলমানদের জাতীয় চেতনা, ঐক্য এবং জেহাদী তেজ ইংরেজদের ভাবিয়ে তোলে। একজন চতুর ইংরেজ লেখক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার মুসলমান আলেম-ওলামাদের ধর্মীয় মতভেদ ও কোন্দলের সুযোগ নিয়ে মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করার লক্ষ্যে 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' বইটি প্রণয়ন করেন। তাঁর লেখা বইটির ১১৬ পাতার নিম্নোক্ত উদ্ধৃতাংশ থেকেই বিষয়টি সহজে বুঝা যায় :

> "I propose, therefore, to scrutinize the Sunni Decisions with a view to ascertaining the effect which they will have on the more zealous Muhammadans; men with whom the sense of religious duty is the rule of life, and whose minds are uninfluenced either by fear of danger or by habits of prosperous ease. For it is no use shutting our eyes to the fact that a large proportion of our Muhammadan subjects belong to this class. During a third of a century they have kept on foot a rebel army, first against Ranjit Singh, and afterwards against ourselves as his successors. In the distant Province of Bengal they have equipped band after band for the Frontier Camp. Every village, indeed almost every family, has followed their example and contributed to the cost of the war. Our prison gates have closed upon batch after batch unhappy misguided traitors; the Courts have condemned one set of ringleaders after another to lonely islands across the sea; yet the whole country continues furnish money and men to the Forlorn Hope of Islam on our Frontier, and persists in its bloodstained protest against Christian Rule".

মুসলমানদের মধ্যে তখন দুটি মতবাদ বিরাজ করছিল– একটি কট্টরপন্থী মতবাদ, যা হচ্ছে ইংরেজ শাসক বিধর্মী বিধায় তাদের শাসনামলে ভারতে ইসলামী অনুশাসন না মানা এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ইংরেজদেরকে ভারত থেকে বিতাড়ন করা; অপর মতবাদের যুক্তি ছিল যেহেতু ইংরেজ সরকার মুসলমানদের

Scanned by CamScanner

ধর্মীয় কাজে বাধা দিচ্ছে না সে সুযোগ নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও সংস্কার আন্দোলন এগিয়ে নেয়া। হযরত মওলানা কারামত আলী (রহঃ) এ মতবাদের সমর্থক ছিলেন। ভারতের প্রগতিশীল মুসলিম নেতৃবৃন্দ যাঁদের নাম বইয়ের ভূমিকায় উল্লেখ আছে তাঁদের উদ্যোগে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে "Mohammadan Literary Society of Calcutta" নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয়। নবাব আবদুল লতিফ উক্ত সংগঠনের সেক্রেটারি ছিলেন। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ নভেম্বর ঐ সমিতি প্রচুর লোক সমাগমের উপস্থিতিতে 'কোলকাতা ঘোষণা' নামে একটি পেমফ্লেট প্রচার করে। উক্ত ঘোষণায় ভারতকে 'দারুল হরব' না বলে 'দারুল ইসলাম' বলে আখ্যায়িত করেন। মওলানা কারামত আলী (রহঃ) 'দারুল ইসলাম' না বলে ভারতকে 'দারুল আমান' বলেন এবং তখনকার বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে শরিয়াহ মোতাবেক মুসলমানদের চলার জন্য এক দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। মোহামেডান সোসাইটির ঐ সভায় মদীনা শরিফের সম্মানিত বাসিন্দা এবং নবী করিম (সাঃ) অন্যতম সাহাবী আবু আইয়ুব আল আনসারীর বংশধর শেখ মোহাম্মদ এফেন্দা আলী আনসারী উপস্থিত থেকে ভারতকে 'দারুল ইসলাম' বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁর বক্তৃতায় তিনি মিসর, সিরীয়া, তুরস্ক, স্পেন ও আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি বর্ণনা করেন। তখনকার সময়ে মক্কা-মদিনা থেকে বহু আলেম অবাধে ভারতবর্ষে এসে স্বাধীনভাবে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতেন, ইংরেজদের অনুমতি ছাড়াই ভারতে অবস্থান করতেন। জনাব আলী আনসারী নিজেও পরপর চারবার ভারতবর্ষে আগমন করে দীর্ঘদিন থেকেছেন, স্থানীয় আলেম-ওলামা ও সাধারণ মুসলমানদের সাথে মতবিনিময় করেছেন। জুমুআ-র নামায ও দুই ঈদের নামায আদায় এবং অন্যসব ধর্মীয় স্বাধীনতা বিদ্যমান থাকায় তিনি ভারতবর্ষকে 'দারুল ইসলাম' ঘোষণা দেবার অনুকূলে জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। কোলকাতা মোহামেডান সোসাইটির সমাবেশে শেখ মোহাম্মদ এফেন্দা আলী আনসারীর উপস্থিতি সমিতির ভাবমূর্তি বাড়ালেও ভারতকে 'দারুল ইসলাম' ঘোষণায় ঐ সভায় কোনো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ওহাবীরা ভারতকে 'দারুল হরব' বা 'শত্রুর দেশ' হিসেবে ঘোষণা দেবার অনুকূলে তাদের যুক্তি ছিল : ভারতবর্ষে মুসলমান শাসক নেই, মুসলিম আইন নেই, মুসলিম বিচারক নেই। যে দেশে ইসলামী শাসন নেই সে দেশ 'দারুল ইসলাম' হতে পারে না। তাদের মতে ইংরেজগণ বহিরাগত শত্রু তাদের ভারত থেকে বিতাড়নের জন্য জিহাদ করা ফরজ।

Scanned by CamScanner

ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার প্রণীত 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' বইটির ১১৬ পাতার নিম্নোক্ত উদ্ধৃতাংশ থেকেই বিষয়টি সহজে বুঝা যায় :

> "I am very sorry to say that the effect of the Decision of the Calcutta Society on this numerous and dangerous class will be simply nil. The pamphlet, however, exhibits two distinct lines of argument against Holy War; one of them the view of the Society itself, the other the Formal Decisions of the Law Doctors of Northern India."

এক কথায় 'কোলকাতা ঘোষণা' অমীমাংসিতই থেকে যায়। এতে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও আত্মকলহ আরো বেড়ে যায়। উইলিয়াম হান্টার তাঁর প্রণীত 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' বইটিতে পরস্পরবিরোধী দুটি মতবাদকে এমনভাবে সাজিয়ে লিখেছেন যে, তাতে মনে হয় এ বাকযুদ্ধের জন্য ইংরেজদের ইন্ধন ছিল। ভারতবর্ষের মুসলমানদের কীর্তি, গৌরব ও ঐতিহ্য যা হাজার বছর ধরে অম্লান হয়ে রয়েছে হান্টার সাহেব তার ঐ বইতে ওগুলোর উল্লেখ করেননি। মুসলমানদের ইতিবাচক দিকগুলো আলোচনায় না এনে নেতিবাচক দিকগুলোরই অবতারণা করেছেন তিনি।

হযরত মওলানা কারামত আলী (রহঃ) ছিলেন একজন দূরদর্শী ব্যক্তি। ঐ সময়ে ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' ঘোষণা দিলে মুসলমানদের ভারত ছাড়তে হতো অথবা ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হতো। তা বাস্তবিকপক্ষে সম্ভব ছিল না। এটা হতো একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত, যা অগ্রসরমান ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে আরো পিছিয়ে দিত।

Scanned by CamScanner

কেতাবসমূহ পর্যালোচনা

মওলানা কারামত আলী (রহঃ) এর মতবাদের যথাযথ ধারণা নিতে হলে তাঁর রচিত বইগুলি পড়া দরকার। রাহমান আলী প্রণীত তাস্ কিরা-ই-উলামা-ই-হিন্দ (পাতা ১৭১ লাখনৌ ১৮৯৪ খ্রিঃ) এ মওলানা কারামত আলীর কেতাবসমূহের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হয়েছে। এতে ৪৬টি বিভিন্ন কেতাবের নাম উল্লেখ করা আছে। তন্মধ্যে ৪২টি বইয়ের নাম সংগ্রহ করা গেছে যার তালিকা নীচে পেশ করা হলো ঃ

ক্রমিক নম্বর	কেতাবসমূহের নাম	যে ভাষায় রচিত	বিষয়সমূহ
১।	মেফতাহুল জান্নাত	উর্দু	এলমে ফেকাহ
২।	যীনাতুল মুসল্লী	উর্দু	নামাযীদের ফেকাহর মাসায়ালা
৩।	মোখরেজুল হরূফ	উর্দু	এলমে ক্বেরাত বিষয়ক মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকাভুক্ত
৪।	যীনাতুল ক্বারী	উর্দু	এলমে ক্বেরাত বিষয়ক মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকাভুক্ত
৫।	শরেহ হিন্দি জজরী	উর্দু	এলমে কেরাতের বিস্তৃত বিবরণ
৬।	কাওকাবে দুররি	উর্দু	আল্ কুরআন বিষয়ক
৭।	তারজুমায়ে শামায়েলে তিরমিযি	উর্দু	তিরমিযি শরীফের (হাদীসের) অনুবাদ
৮।	তারজুমায়ে মিশকাত	উর্দু	মিশকাত শরীফের (হাদীসের) অনুবাদ
৯।	আকায়েদে হাক্কা	উর্দু	প্রশ্নোত্তরে আকায়েদের পুস্তক

Scanned by CamScanner

১০।	তাজকিরাতুল আকায়েদ	উর্দু	খারেজীদের আকায়েদ খন্ডন
১১।	কাওলুসসাবেত	উর্দু	শিরক, বিদআত ও শরিয়াহ্ বিরোধী কাজ
১২।	মোকামেউল মেবতাদেইন	উর্দু	বিদআতীদের সাথে প্রশ্নোত্তর
১৩।	হাক্কুল ইয়াকিন	উর্দু	ওয়াজ নসীহত ও আদেশ বিষয়ক
১৪।	বাইয়াত ও তওবা	উর্দু	পীরগণের নিকট বাইয়াত ও তওবা
১৫।	কাওলুল আমীন	উর্দু	জুমুআর নামায বিরোধীদের প্রতিবাদ
১৬।	মোরাদুল মুরীদিন	উর্দু	খারেজীদের মতবাদ খণ্ডন ও মিলাদ বিষয়ক
১৭।	কাওলুল হক	উর্দু	মিলাদ জায়েজ বিষয়ক
১৮।	মেরাতুল হক	উর্দু	ইসলামে বিরোধ সৃষ্টিকারীদের স্বরূপ উদঘাটন
১৯।	ইতমিনানুল কুলুব	উর্দু	বিদআত ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের প্রতিবাদের উত্তর
২০।	মোলখখাস	আরবী	মিলাদ ও কেয়াম বিষয়ক
২১।	মোকাশিফাতে রহমত	উর্দু	বহু প্রয়োজনীয় মাসায়ালা
২২।	ফায়েজে আম	উর্দু	এলমে মারেফাত
২৩।	হুজ্জাতে কাতেয়া	উর্দু	খারেজী ও লা-জুমুআ বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং জুমুআ যায়েজ-এর বিষয়ে ফতুয়া
২৪।	নুরুল হুদা	উর্দু	এলমে তাসাউফ
২৫।	এস্তেকামাত	উর্দু	সুন্নত ও ধর্মের উপর দৃঢ় থাকা
২৬।	নুরুন আলানুর	উর্দু	এলমে মারেফাত
২৭।	যাদুত তাকওয়া	উর্দু	এলমে মারেফাত

Scanned by CamScanner

২৮।	রাহাতে রুহ	উর্দু	এলমে মারেফাত
২৯।	কুউয়াতুল ঈমান	উর্দু	এলমে মারেফাত
৩০।	এহকাকুল হক	উর্দু	জেকের ও মোরাকাবার শিক্ষা
৩১।	রফিকুসসালেকীন	উর্দু	জেকের ও মোরাকাবার শিক্ষা
৩২।	তানবীরুল কুলুব	উর্দু	এলমে মারেফাতবিষয়ক
৩৩।	তাজকিয়াতুন্নেসওয়ান	উর্দু	মহিলাদের পর্দাবিষয়ক
৩৪।	নাসিমুল হারামাইন	আরবী	বিদআত খণ্ডন
৩৫।	বারাহিনে কাতেয়া	আরবী	বিদআত খণ্ডন
৩৬।	মৌলুদে খায়রুল শারিয়াহ	উর্দু, আরবী	মিলাদ শরীফ
৩৭।	কেরামাতুল হারামাইন	উর্দু	মিলাদ শরীফ
৩৮।	কোররাতুল উইউয়ুন	উর্দু	মক্কা ও মদীনা শরীফের ফজীলত
৩৯।	রেসালিয়ে ফায়সেলা	উর্দু	মক্কা ও মদীনা শরীফের ফজীলত
৪০।	ওক্কাজাতুল মোমেনীন	উর্দু	মক্কা ও মদীনা শরীফের ফজীলত
৪১।	ফতহে বাবে সবিয়ান	ফার্সী	ফার্সী ব্যাকরণ
৪২।	দাওয়াতে মাসনুনা	আরবী উর্দু	হাদীস শরীফের দোয়াসমূহ

Scanned by CamScanner

পুস্তক প্রকাশকগণ পাঠকদের পড়ার ও বুঝার সুবিধার্থে মওলানা সাহেবের বিভিন্ন কেতাবসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে সমন্বিত আকারে তিন খন্ড যখীরায়ে কারামত ছাপিয়েছেন।

যখীরায়ে কারামত - ১ম খণ্ডে ৮ খানা কেতাব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে :
১। মোকাশেফাতে রহমত ২। ফায়েজে আম ৩। তাজকিরাতুল আকায়েদ ৪। হুজ্জাতে কাতেয়া ৫। নূরুল হুদা ৬। কেতাবে এস্তেকামাত ৭। যীনাতুল মুসল্লী ৮। আকায়েদে হাক্কা।

যখীরায়ে কারামত - ২য় খন্ডে ৬ খানা কেতাব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে :
১। কাওলুসসাবেত ২। দাওয়াতে মাসনুনা ৩। মোকামেউল মোবতাদীন ৪। হাক্কুল ইয়াকিন ৫। বাইয়াত ও তাওবা ৬। কাওলুল আমীন।

যখীরায়ে কারামত - ৩য় খন্ডে ৫ খানা কেতাব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে: ১। মুরাদুল মুরীদিন ২। মোলাখখাস ৩। কাওলুল হক ৪। মেরাতুল হক ৫। ইতমিনানুল কুলুব।

মওলানা সাহেব হাদীস শাস্ত্রে একজন উচ্চস্তরের মোহাদ্দেস ছিলেন। আরবীতে লেখা হাদীসের দু'খানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : "মিশকাতুল মাসাবিহ্" ও "শামাইলে তিরমিযি" এর উর্দু অনুবাদ ব্যাখ্যা তিনি প্রকাশ করেন। মওলানা সাহেব ফিকাহ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তাঁর হাদীসের শিক্ষক আহমদুল্লাহ সাহেব "তাকলীদ" সমর্থন করতেন। এজন্য তিনি ফিকাহ্র অত্যন্ত তাকীদ দিতেন। যারা ফিকাহ্র বিধান মানতেন না তাদেরকে মওলানা সাহেব লামাযহাবী বা ওহাবী বলতেন। ফিকাহ্র উপর তিনি ৩টি কেতাব রচনা করেন : (১) মিফ্তাহুল জান্নাত (২) যীনাতুল মুসল্লী (৩) তাযকিয়াতুন নেসওয়ান। চারটি আরবীতে ও একটি ফার্সী ভাষায় ছাড়া তাঁর অন্যান্য রচনাবলী উর্দুতে রচিত হয়েছে। তাঁর রচিত অন্যতম গ্রন্থ "মিফ্তাহুল জান্নাত" বহু ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। উপ-মহাদেশে এটা ইসলামী বিধি বিধানের নির্ভুল বিবরণ বলে গৃহীত হয়েছে। তাঁর লেখাকে চার ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (১) কুরআন ও হাদীসের আলোকে মাসলা-মাসায়েলা সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী, (২) কুরআন এর পঠন ও শাব্দিক ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থাবলী, (৩) পীর মুরিদী ও তাসাওউফ বিষয়ক গ্রন্থাবলী, (৪) শিরক, বিদআত ও

Scanned by CamScanner

শরিয়াহবিরোধী কাজের সমালোচনা এবং ফারায়েজী ও আহলে হাদীস মতবাদের যুক্তিখণ্ডন বিষয়ক গ্রন্থাবলী।

মওলানা কারামত আলী সাহেবের প্রণীত অসংখ্য পান্ডুলিপি কোলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। লক্ষ্মীপুর দায়রাবাড়ীর মরহুম মনসুরুল হক সাহেব থেকে গৃহীত কিছু পান্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সী ও উর্দু বিভাগের প্রফেসর ডঃ উম্মে সালমা ১৯৯০ সালে তার প্রণীত থেসিস "Source Material of History in Persian and Urdu Literature of 19th Century Bangladesh" এ মওলানা কারামত আলীর প্রণীত চারটি কেতাব যথা: (১) কাওলুল আমীন (২) মেরাতুল হক (৩) ইতমিনানুল কুলুব (৪) মুরাদুল মুরিদীন অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং উর্দু ও ফার্সী ভাষায় মওলানা সাহেবের পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রসংশা করেছেন। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামীক স্ট্যাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড: মুহাম্মদ রুহুল আমীন তাঁর প্রণীত থেসিস "বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সুফীবাদের অবদান (১৭৫৭-১৮৫৭)"-এ মওলানা কারামত আলী (রঃ) এর উপ-মহাদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও সংস্কার আন্দোলনের বিশদ বিবরণ দেন। তিনি মওলানা কারামত আলীর সফলতার জন্য তাঁর ধর্ম প্রচার ও সংস্কার আন্দোলনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করেন যেমন ঃ (১) ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে ধর্ম প্রচার (২) শিরক ও বিদ্আতের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন (৩) বাহাস বা যুক্তি তর্কের মাধ্যমে সংস্কার বিরোধীদের সংস্কারের আওতায় আনা (৪) উত্তম সংগঠক (৫) সুশৃংখল, সুপরিকল্পিত ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা প্রণয়ন (৬) সংস্কার আন্দোলন তরান্বিত করার লক্ষ্যে বাংলা ও আসামে খলিফা নিয়োগ (৭) জ্ঞান চর্চা ও অক্লান্ত পরিশ্রম (৮) কুরআন ও হাদিস এর প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য কেতাব প্রণয়ন (৯) পরম সহিষ্ণুতা ও (১০) দূরদর্শিতা। উল্লেখ্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী স্ট্যাডিজ বিভাগের ছাত্রদের জন্য মওলানা কারামত আলী সাহেবের ঘটনাবহুল জীবনী সিলেবাসে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। মক্কা শরীফের বিভিন্ন শিক্ষালয়ের সিলেবাসে মওলানা সাহেবের রচিত কেতাবসমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে মর্মে প্রফেসর রুহুল আমীন তাঁর থেসিসে উল্লেখ করেছেন। মওলানা জাফর আহম্মদ জৌনপুরী এর মৌখিক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, জার্মান ভাষায় মওলানা কারামত আলী (রহঃ) এর জীবনী ছাপা হয়েছে যা জার্মান ন্যাশনাল

Scanned by CamScanner

লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত কেতাবগুলো বাংলা ও ইংরেজীতে অনুবাদ করা হলে তা সহজে বুঝা যেত এবং তাঁর চিন্তা ও মতামত সম্পর্কে বিশদ পর্যালোচনা করার সুযোগ হতো। মরহুম মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী কর্তৃক রচিত 'ইউরোপীয় নবজাগরণে গ্রীক ও আরবদের প্রভাব বিস্তার' নামক লিখিত উর্দু প্রবন্ধ স্যার চালর্স ট্রেভেলিয়ান কর্তৃক ঘোষিত নোবেল পুরস্কারের জন্য প্রাথমিকভাবে মনোনীত হলেও তা ইংরেজীতে অনুদিত না হওয়ায় পরবর্তীতে বিবেচিত হয়নি (সূত্র: ইংরেজী বিশ্বকোষ-২য় খণ্ড, পাতা ৭৫৩)।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ইসলাম প্রচার ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত ধর্ম প্রচারক মরহুম মওলানা কারামত আলী (রহঃ) এর অবদান মূল্যায়ন করা হচ্ছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইতোমধ্যে 'ছোটদের মওলানা কারামত আলী' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। স্কুলের পাঠ্য পুস্তকে মওলানা কারামত আলী সাহেবের জীবনী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ ছাড়া মাদ্রাসার সিলেবাসে তাঁর প্রণীত কেতাবসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ ১ম খণ্ডে (পাতা ৩০৪-৩০৬) মওলানা কারামত আলী (রহঃ) এর জীবনী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কোলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে মওলানা কারামত আলী (রহঃ) এর লিখিত যে সকল পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে ওগুলো সংগ্রহ করে বিভিন্ন ভাষায় বই আকারে ছাপানোর ব্যবস্থা করলে মওলানা কারামত আলী (রহঃ) এর অবদান সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা এবং তা মূল্যায়ন করার সুযোগ হতো।

Scanned by CamScanner

শারীরিক গঠন ও জীবনযাপন

মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) এর সেকেল ও ছুরত ছিল জ্যোতির্ময়। তিনি লম্বা প্রকৃতির ছিলেন। চক্ষুদ্বয় ছিল বড়। বিস্তৃত ললাট, দীর্ঘ ও প্রশস্ত নাক, পাতলা ঠোঁট আর মুখমন্ডল ছিল লম্বা শ্মশ্রুযুক্ত। মাথায় ছিল বাবড়ী চুল। শ্মশ্রু ও চুলে মেহেদীর খেজাব ব্যবহার করতেন। মাথায় পাগড়ী পরতেন। লম্বা জামা পরতেন। পায়জামা গিরার ওপর পরিধান করতেন। কখনো মোজা ব্যবহার করতেন না। তিনি অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। খুব কম খেতেন এবং কম ঘুমাতেন। হালাল সব কিছুই খেতেন। ফলের মধ্যে আম ছিল তাঁর প্রিয়। আমের মৌসুমে প্রচুর আম রাখা হতো। ঘি আর চিনি দিয়ে আমের হালুয়া তৈরী করে রাখা হতো যা আমের মৌসুমের পরে খেতেন। তিনি খুব পান খেতেন।

হযরত মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বিশেষ অনুসারী ছিলেন। দৈনিক পাঁচবার অজুর আগে মেসওয়াক করতেন এবং কুলুখ ব্যবহার করতেন। তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের পর ফজর পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে মগ্ন থাকতেন। ফজরের নামাযের পর এশরাকের নামাযের সময় পর্যন্ত মুরীদানসহ মোরাকাবা করতেন। তারপর ছাত্রদিগকে তাজবীদসহকারে কুরআন শরীফের ক্বেরাত শিক্ষা দিতেন। সকালের চা-নাস্তার পর কেতাব প্রণয়নের কাজে লিপ্ত থাকতেন। দুপুরের খানা খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিতেন। মওলানা সাহেব ইমাম আজম হযরত আবু হানিফা (রহঃ) এর মাযহাব অনুসারী ছিলেন বিধায় যোহরের নামায আউয়াল ওয়াক্তে ও এশার নামায বিলম্বে আদায় করতেন। তিনি সব সময় মসজিদে জামাআতের সাথে নামায আদায় করতেন। এশার নামায আদায়ের পর রাতের খাওয়া শেষ করে কেতাব লেখা ও দেখার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। মাগরিবের পরেও তিনি ক্বেরাত মশ্‌ক করতেন। এলমে ক্বেরাতে তার

Scanned by CamScanner

বহু ছাত্র ছিল। তিনি সাত প্রকার এলানে ক্বেরাতে কুরআন শরীফ পাঠ করতেন। প্রথমত তিনি ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক পড়াতেন। তারপর এলমে তাজবীদ পড়াবার পর যেকের ও মোরাকাবা শিক্ষা দিতেন (মরহুম মওলানা বাতেন সাহেব জৌনপুরী (রহঃ) কর্তৃক রচিত "সিরাতে কারামত আলী" এবং হযরত মওলানা জাফর আহমদ জৌনপুরী এর মৌখিক বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত)।

Scanned by CamScanner

একটি বর্ণাঢ্য জীবনের অবসান

মওলানা কারামত আলীর জীবন ছিল বৈচিত্রময় এবং মহিমান্বিত। শৈশবে যে বয়সে ছেলেরা আনন্দ উল্লাস এবং খেলাধুলা করে বেড়ায় তিনি ছিলেন এর বিপরীত। ছেলে বেলায় তিনি মুরুব্বীদের সাথে উঠা-বসা করতেন এবং তাঁদের কথা শুনতেন। বাবার সান্নিধ্য ও তত্ত্বাবধানে অল্প বয়সেই আলী জৌনপুরী প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে আমল আখলাক ও ধর্মীয় অনুশাসনে নিজেকে শরিয়তের পাবন্দ করেন। উর্দু, আরবী ও ফার্সী ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অতি গভীর। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ কারামত আলী বিভিন্ন ভাষায় ৪৬ খানা গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে ৪২টির নাম পাওয়া গেছে যার অধিকাংশ উর্দু ভাষায় রচিত। এগুলো হাদিস, ফিকাহ্, শরিয়াহ, মাসলা-মাসায়েল এবং তাসাওউফ বিষয়ক। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত ক্বারী ও নিপুণ হস্তলিপি বিশারদ। আরবী কেতাব ও কুরআন তিনি নিজ হাতে লিখতেন। তাঁর লিখিত অনেক পাণ্ডুলিপি কোলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট তার্কিক। যখনই ধর্মীয় কোন জটিল বিষয়ে আলেম ওলামাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিত তখনই যুক্তি তর্ক বা বাহাস-এর মাধ্যমে তাঁর ভিন্ন মতাবলম্বীদের মোকাবেলা করতেন এবং আল্লাহর রহমতে প্রতিবারই জয়ী হতেন। যুদ্ধ বিদ্যায়ও তাঁর পারদর্শিতা ছিল। তাঁর চিন্তা ছিল সুদুরপ্রসারী। A.B Mallich তাঁর প্রণীত বই "British Policy and Muslim in Bengal" (Dacca, 1961) এর ১০১ পাতায় মন্তব্য করেন যে, "মওলানা কারামত আলী জিহাদে অংশ গ্রহণ না করলেও বালাকোট বিপর্যয়ের আগ পর্যন্ত তিনি এ সংগ্রামে সাহায্য করেছেন"। জীবনের ৭৫ বছরের মধ্যে ৫৭ বছর তাবলীগের কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করার সাথে সাথে তাঁর সন্তানদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলেন। সন্তানদের জন্য কোন ঘর-বাড়ী, টাকা পয়সা কিছুই রেখে যাননি। হাদিয়া হিসেবে যে অর্থ পেতেন তা দিয়ে বোটে ভাসমান মাদ্রাসার খরচ চালাতেন এবং গরীব দু:খীদের সাহায্য

Scanned by CamScanner

করতেন। মৃত্যুর তিন দিন আগে তাঁর জেষ্ঠ্য ছেলে হযরত মওলানা হাফেজ আহমদ-কে রংপুর থেকে জৌনপুরের ঠিকানায় লিখিত একটি চিঠিতে উল্লেখ করেন যে,"বেটা তোমরা একথা ধারণা কর না যে, তোমার বাবা লক্ষ লক্ষ টাকা পেয়েছেন, অথচ তোমাদের জন্য কিছুই রেখে যাননি। আমি তোমাদের জন্য এল্‌ম ও কেতাব রেখে যাচ্ছি। এটাই আমার মীরাস"। হেদায়েত কালে তাঁর অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পাওয়ার জন্য পরবর্তীতে "আলী জৌনপুরী" থেকে তিনি "কারামত আলী জৌনপুরী" নামে পরিচিতি লাভ করেন। কারামত আলী জৌনপুরী ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে সংস্কার আন্দোলনে নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন। নেংটি পরিহিত লোকদেরকে বিনা মূল্যে কাপড় দিয়ে সভ্য করেছিলেন। বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও সংস্কার করতে গিয়ে মওলানা সাহেব অনেক সময় উপোস থেকেছেন। এমনকি তাঁর জীবন হয়েছিল মৃত্যুর মুখোমুখি। বরিশালে কয়েকবার তার বোটে আক্রমণ করা হয়েছিল। তাঁরপরও তিনি সত্য প্রচারে ক্ষান্ত হননি। দীর্ঘ ৫৭ বছর তাবলীগের প্রচারে ক্লান্ত মওলানা রংপুর শহরে এসে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১২৯০ হিজরীর ২রা রবিউসসানী/১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে সুবহে-সাদেকের সময় ফকির হযরত মওলানা কারামত আলী (রহঃ) ইহধাম ত্যাগ করেন। রংপুর শহরের মুন্সীপাড়ায় পুরাতন জামে মসজিদের ভেতর আল্লাহর এই ওলীর মাজার অবস্থিত। তাঁর স্ত্রী মোসাম্মৎ বাতুল বেগম, দুই ছেলে শাহ মোহাম্মদ উমর ওরফে বড় মিয়া ও আব্দুল আউয়াল, দুই মেয়ে আয়শাও হাযেরা এবং জামাতা মওলানা মুসলিহউদ্দিন তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশেই ছিলেন। মরহুম মওলানা সাহেবের ওফাতের দু'মাস পর মওলানা আব্দুল আউয়ালের মা রংপুরেই ইন্তেকাল করেন। মওলানা কারামত আলী সাহেবের মাজারের পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। জনাব এ এইচ এম হায়দার আলী (পারভেজ) বর্তমানে কারামত আলী মসজিদ ও মাজারের মোতয়াল্লী। রংপুর মুন্সীপাড়া আজ একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন দেশ-বিদেশ থেকে আগত হিন্দু-মুসলিম বহু লোকের সমাগম হয় এই মাজার প্রাঙ্গণে। রংপুর মুন্সীপাড়ায় একটি কারামতিয়া হাইস্কুল, কারামতিয়া কলেজ, কারামতিয়া একাডেমি, হাফেজীয়া ও এবতাদায়ী মাদ্রাসা আছে। মরহুম মওলানা কারামত আলী (রহঃ) এর সাদামাটা মাজারটি দেখলে শুধু একটি কথাই বারবার মনে জাগে "তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহান"।

Scanned by CamScanner

ছেলে-মেয়েদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

হযরত মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) এর মোট ছয় ছেলে ও নয় মেয়ে ছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ নীচে দেয়া হলো :

মরহুম হযরত মওলানা কারামত আলী জৌনপুরে প্রথম বিয়ে করেন। তাঁর প্রথম স্ত্রীর নাম মোসাম্মৎ জয়নব বিবি। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ঘরে তিন ছেলে ও ছয় মেয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। ছেলেরা হচ্ছেন– হাফেজ আব্দুল্লাহ, হাফেজ আহমদ, হাফেজ মাহমুদ। মেয়েরা হচ্ছেন– উম্মে কুলসুম, উম্মে সালমা, উমদা বিবি, সুগরা, যোহরা, মুনা। মরহুমা জয়নব বিবিকে জৌনপুর মোল্লাটোলায় পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

বাংলাদেশে হেদায়েত কালে মওলানা সাহেব লক্ষীপুর দায়রা বাড়ীতে মরহুম আজিম শাহের মেয়ে আসমাতুন্নেসাকে বিয়ে করেন। উল্লেখ্য যে, মরহুম আজিম শাহ হযরত দায়েম উল্লাহ (রহঃ) এর খলিফা ছিলেন যার নামানুসারে ঢাকার আজিমপুর নামকরণ হয়। আসমাতুন্নেসা-এর ঘরে মওলানা হামেদ সাহেব এবং কন্যা মাসুমা খাতুন জন্ম গ্রহণ করেন। মরহুমা আসমাতুন্নেসাকে লক্ষীপুর দায়রাবাড়ীর কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

মওলানা কারামত আলী সাহেব ভারতের আজমগড়ে মোসাম্মৎ বাতুল বেগমকে বিয়ে করেন। সে ঘরে দুই ছেলে- শাহ মুহম্মদ উমর ওরফে বড় মিয়া ও মওলানা আব্দুল আউয়াল এবং দুই কন্যা- মোসাম্মৎ আয়শা ও হাযেরা জন্ম গ্রহণ করেন। মরহুমা বাতুল বেগমকে রংপুর শহরের মুন্সীপাড়ায় পুরাতন জামে মসজিদের ভেতর মরহুম হযরত মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) এর মাজারের পাশে সমাহিত করা হয়।

Scanned by CamScanner

হাফেজ আব্দুল্লাহ সাহেব মওলানা কারামত আলী সাহেবের প্রথম সন্তান, ১৮ বছর বয়সে বাবার জীবিতকালেই জৌনপুর মোল্লাটোলায় ইন্তেকাল করেন। তথায় পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

মওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব ১২৫০ হিজরী কোলকাতা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব বয়সে বাবার কাছে প্রাথমিক শিক্ষা, কুরআন হেফ্‌জ ও অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের পর হিন্দুস্থানের বিখ্যাত আলেম মুফতি মোহাম্মদ ইউসুফ লক্ষ্ণৌবী এবং মওলানা আব্দুল হালিমের কাছে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি কিছুদিন জৌনপুর হানিফিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেছিলেন। পিতা মওলানা কারামত আলী (রহঃ) এর জীবনকালেই তিনি হেদায়েতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মওলানা কারামত আলী সাহেবের ওফাতের পর পরিবারের বড় ছেলে হিসেবে ছোট ভাইবোনদের অভিভাবক হিসাবে তিনি দায়িত্বপালন করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। হেদায়েতকালে হাদিয়া তোহ্‌ফা হিসাবে যে অর্থ পেতেন গোটা পরিবারের ব্যয় মিটানোর পর অবশিষ্ট অর্থ অভাবী গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। তাঁর জীবিতকালে তাঁর ছোট ভাই মওলানা হাফেজ মাহমুদ সাহেব ১২৯৬ হিজরীতে জৌনপুর মোল্লাটোলায় ইন্তেকাল করেন। ভাইয়ের অকাল মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে মওলানা আব্দুর রব সাহেব চাচা হাফেজ আহমদ সাহেবের কাছে বোটে থেকে এল্‌ম হাসিল করেন। পরে উচ্চ শিক্ষার জন্য তাঁকে জৌনপুর পাঠানো হয়। বহুদিন বাংলাদেশে অবস্থানের পর মওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব জৌনপুর ফিরে যান এবং হজ্জ পালন করে জৌনপুর থেকে পুনরায় বাংলাদেশে আগমন করেন। হেদায়েতকালে তিনিও অনেক অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন। ১৩১৬ হিজরীর ৬ রমজান বৃহস্পতিবার দ্বি-প্রহরে ঢাকার সদরঘাটে মওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব জৌনপুরী (রহঃ) নিজ বোটে ইন্তেকাল করেন। ঢাকা শহরের চকবাজার শাহী মসজিদের পাশে মওলানা হাফেজ আহমদ জৌনপুরী (রহঃ) এর মাজার অবস্থিত। মৃত্যুর সময় ভাতিজা মওলানা হাফেজ আব্দুর রব জৌনপুরী তাঁর শয্যা পাশে ছিলেন। ৭ রমজান জুমুআ-র নামাযের পর মরহুম মওলানা হাফেজ আহমদ জৌনপুরী (রহঃ) এর পাগড়ী মোবারক মুরীদগণ মওলানা হাফেজ আব্দুর রব সাহেব এর মাথায় পরিয়ে দেন এবং তাঁকে গদীনশীন ঘোষণা করেন।

Scanned by CamScanner

মওলানা হাফেজ মাহমুদ সাহেব ১২৫৫ হিজরী জৌনপুর শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। বাবার অবর্তমানে তিনিও পরিবারের ছোট ভাই বোনদের শিক্ষা-দীক্ষার তত্ত্বাবধান করতেন। বাংলাদেশে ও জৌনপুরের আশে পাশে তিনি তাবলীগের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। মাত্র ৪১ বছর বয়সে ১২৯৬ হিজরীতে মওলানা হাফেজ মাহমুদ জৌনপুরী (রহঃ) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জৌনপুর মোল্লাটোলায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর মাজার জৌনপুর মোল্লাটোলায় অবস্থিত।

মওলানা হামেদ সাহেব ১৮৬৩ সালে লক্ষ্মীপুর দায়রা বাড়ীতে অর্থাৎ নানার বাড়ী জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি বাবার সাথে জৌনপুরে আসতেন। বাবার ওফাতের পর তাঁর বড় ভাই মওলানা হাফেজ আহমদ তাঁকে লেখা পড়ার জন্য জৌনপুরে নিয়ে আসেন। মওলানা হাফেজ মাহমুদ সাহেবের তত্ত্বাবধানে তিনি জৌনপুরে প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। মওলানা মাহমুদ সাহেবের ইন্তেকালের পর মওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব তাঁকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। মওলানা হামেদ সাহেব জৌনপুরী মওলানা হাফেজ আহমদ জৌনপুরীর নিকট বাইআৎ গ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশের নোয়াখালী, বরিশাল, ফরিদপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে হেদায়েতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি একজন কামেল ও বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। উল্লেখ্য তিনি সাদুল্লাহপুর মওলানা ইমামউদ্দিন সাহেবের বাড়ীতে তাঁর বোন মাসুমার কাছে থাকতেন। তথায় মওলানা হামেদ সাহেব প্রথম বিয়ে করেন। ঐ ঘরে কোন সন্তান হয়নি। পরে তিনি নোয়াখালীর সনুয়া নিবাসী প্রখ্যাত ক্বারী রায়হান উদ্দিন ও সৈয়দা জোবায়দার মেয়ে নাজমুন্নেসা বেগমকে বিয়ে করেন। ক্বারী সাহেবদের জায়গা-জমি নিলাম হওয়ার উপক্রম হলে তাঁর মুরীদগণ সেখানে জায়গা খরিদ করে ঘরবাড়ী তৈরী করে দেন, যা সনুয়া মওলানা সাহেবের বাড়ি নামে সুপরিচিত। তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পরিবার পরিজনসহ তিনি ঐ বাড়ীতেই ছিলেন। ৬৩ বছর বয়সে ১৯২৬ সালে মওলানা হামেদ সাহেব জৌনপুরী (রহঃ) তাঁর নিজ বাড়ী সনুয়ায় ইন্তেকাল করেন। তথায় তাঁর মাজার অবস্থিত। মওলানা হামেদ সাহেবের পাঁচ ছেলে ও পাঁচ মেয়ে ছিল। ছেলেগণ হচ্ছেন– মরহুম মওলানা সালাহউদ্দিন সিদ্দিকী, মরহুম মওলানা আব্দুল মুকিত সিদ্দিকী, মরহুম মওলানা ওয়ালী উদ্দিন সিদ্দিকী, মরহুম মওলানা আব্দুজ্জাহের সিদ্দিকী ও মওলানা বাকের সিদ্দিকী এবং মেয়েরা হচ্ছেন– মরহুমা জাকিয়া খাতুন,

Scanned by CamScanner

মরহুমা কাদিসা খাতুন, মরহুমা ফাতেমাতুল বতুল, মরহুমা আমাতুন নাবুয়্যাত ও মরহুমা আতিকা খানম। নোয়াখালী জেলার সনুয়া গ্রামে মওলানা সাহেবের বাড়িতে মরহুম মওলানা শাহ্ কারামত আলী (রহঃ) এর বংশধরগণ বাস করছেন এবং বংশানুক্রমে তাঁরা হেদায়েতের কাজ করে আসছেন।

শাহ্ মুহম্মদ উমর সাহেব ওরফে বড় মিয়ার জন্ম ও মৃত্যুকাল সম্বন্ধে কোন তথ্য জানা যায়নি। তিনি ছিলেন মাজ্‌যুব এবং সরল ও সোজা প্রকৃতির। তাঁর কিছু মনে থাকতো না। তিনি সবসময় ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তিনি তাঁর বড় ভাই মওলানা হামেদ সাহেব এর কাছে সনুয়ায় থাকতেন। হঠাৎ করে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যেতেন। সনুয়া থেকে নোয়াখালী জেলার বামনীতে তিনি প্রায়ই চলে আসতেন। নোয়াখালীর লোকেরা তাঁকে খুব ভক্তি করত। মওলানা কারামত আলী (রহঃ) তাঁর এই ছেলে সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলতেন যে,"আমার পুত্রটি দয়ার পাত্র।" তাঁর বিষয়ে বড় ছেলে হাফেজ আহমদ সাহেবকে তিনি বলতেন,"বৎস ! আমার এ মাজ্‌যুব ছেলেটির প্রতি বিশেষ খেয়াল রেখো।" উল্লেখ্য যে, মওলানা কারামত আলী (রহঃ) হজ্জে যাওয়ার সময় উমর সাহেবকে সঙ্গে নিয়েছিলেন এবং হজ্জ করিয়ে এনেছিলেন। তাঁর মাজার সনুয়া মওলানা সাহেবের বাড়ির মসজিদের পাশে অবস্থিত।

মওলানা আব্দুল আউয়াল সাহেব ১২৮৩ হিজরী/১৮৬৬ সালে সন্দ্বীপে বোটে জন্ম গ্রহণ করেন। মওলানা কারামত আলী (রহঃ) এর ছেলেদের মধ্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও উচ্চ শিক্ষিত। উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি মক্কা শরীফে গমন করেন এবং সেখানে দু বছর অবস্থান করেন। উর্দু ও আরবী ভাষায় তার প্রখর জ্ঞান ছিল। তিনি হাদিস, ফিকাহ, শরিয়াহ এবং মাসলা মাসায়েলের উপর ১২১টি বই রচনা করেন। তন্মধ্যে ৬৩টির তথ্য ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ তাঁর রচিত 'মওলানা আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী (রহঃ)' শীর্ষক বইতে পাওয়া যায়। জীবনের ৫৫ বছরের মধ্যে ৩৩ বছর ইসলাম ধর্ম প্রচার ও বই প্রকাশনার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। মওলানা আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী (রহঃ) ১৩৩৯ হিজরী ১২ শাওয়াল/১৯২১ সালে ১৮ জুন কোলকাতা শহরে ইন্তেকাল করেন। কোলকাতা শহরের মানিকতলায় তাঁর মাজার অবস্থিত।

Scanned by CamScanner

অজিফা

হযরত মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) এর রচিত 'জখিরায়ে কারামাত' এর প্রথম খন্ডে যীনাতুল মুসল্লী কেতাবের শেষ অংশে যে অজিফা বর্ণিত হয়েছে তা তাবাররুক হিসেবে নিম্নে দেয়া হলো–

১। দৈনিক ফজরের নামায ও মাগরিবের নামাযের পর ৭ বার 'আল্লাহুমা আজেরনী মিনান্নার' (হে আল্লাহ আমাকে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দিন) পাঠ করবে। কোন ব্যক্তি উক্ত দোয়া ফজর নামাযের পর ৭ বার পাঠ করে যদি ঐ দিন মারা যান আল্লাহ্ তাআলা তাকে দোযখের আযাব থেকে মুক্তি দেবেন। অনুরূপভাবে মাগরিবের নামাযের পর উক্ত দোয়া ৭ বার পাঠ করলে পাঠকারী ব্যক্তি ঐ রাতে মারা গেলে আল্লাহ্ তাআলা তাকে দোযখের আযাব থেকে মুক্তি দেবেন।

২। প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী ১ বার এবং চারকুল ১ বার পাঠ করলে আল্লাহ্পাক দোযখ হতে নাজাত দেবেন। এক ওয়াক্ত থেকে আরেক ওয়াক্ত নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে এই দোয়া পাঠকারীর যদি মৃত্যু হয় তাহলে তিনি জান্নাতী হবেন।

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর করণীয় কিছু আমল

১। ফজরের পর 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল মালেকুল হাক্কুল মুবিন' (আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি প্রকাশ্য সত্য) ১০০ বার পাঠ করলে পরকালীন আযাব থেকে মুক্তি এবং দুনিয়াতে রিযিক বৃদ্ধি পাবে।

২। জোহরের পর 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নে'মাল ওয়াকিল' (আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট তিনিই আমার উপযুক্ত উকিল) ৫০০ বার, যদি সময় কম থাকে ২৫ বার পাঠ করবেন।

Scanned by CamScanner

৩। আসরের পর তসবীহে ফাতেমী নিম্নরূপ পড়তে হবে ঃ

সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ পাক ও পবিত্রময়)	৩৩ বার
আলহামদু লিল্লাহ (সমস্ত প্রসংশা আল্লাহর জন্য)	৩৩ বার
আল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান)	৩৪ বার

(উল্লেখ্য যে, রাসূল (সাঃ) তাঁর প্রিয় কন্যা বিবি ফাতেমাকে এই তসবীহ পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন বলে একে তসবীহে ফাতেমী বলা হয়)।

৪। মাগরিবের পর 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল) ১০০ বার পাঠ করতে হবে।

৫। এ'শার পর দরুদ শরীফের মধ্যে যে কোন দরুদ শরীফ ১০০ বার পাঠ করবেন। মনে চাইলে নামাযে বসা অবস্থায় পঠিত দরুদ পাঠ করা যায়। দরুদ পাঠের পর সুরা মুলক (পবিত্র কোরআনের ২৯ পারা, ৬৭তম সুরা) পাঠ করতে হবে।

Scanned by CamScanner

নসীহত

মওলানা নূরুর রহমান তাঁর রচিত তায্‌কেরাতুল আওলিয়া (ষষ্ঠ খণ্ড) এর ১২-১৫ পাতায় মওলানা কারামত আলী (রহঃ) এর ১৯টি নসীহত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে তাবাররুক হিসেবে কিছু নিম্নে দেয়া হলো−

১। নেককারদের সোহ্‌বতে থাকা নেককাজ করার চেয়েও উত্তম। আর পাপাচারীদের সোহ্‌বতে থাকা পাপ কাজ করার চেয়ে খারাপ।

২। কাফেরের সোহ্‌বতের চেয়ে বেদ'আতী লোকের সোহ্‌বত অধিক মন্দ।

৩। দুনিয়া ছায়ার তুল্য আর আখেরাত সূর্যের ন্যায়। ছায়ার দিকে যতই ধাবিত হবে, কখনও ছায়াকে ধরতে পারবে না। কিন্তু সূর্যের দিকে যতই যেতে থাকবে ছায়াও সংগে সংগে যাবে।

৪। আউলিয়ায়ে কেরামের মধ্যে যদি কেউ দুনিয়া অবলম্বন করে থাকেন, তা মানুষের উপকারের জন্যই করেছেন।

৫। আল্লাহ তাআলা মানুষকে মুরশেদের উছিলায় হেদায়েত করেন। আল্লাহ পাক যাকে গোমরাহ্‌ করেন, সে কোন মুরশেদের সন্ধান পায় না।

৬। মানুষের নফ্‌সের পরিচ্ছন্নতা সাধন এবং নফ্‌সের দোষসমূহের সংশোধনই তরীকতের উদ্দেশ্য।

৭। তরীকতপন্থীর কর্তব্য- দিন ও রাতের মধ্য হতে, কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের জন্য একটু সময় নির্দিষ্ট করে নেওয়া।

৮। হযরত সাইয়্যেদ আহমদ(রহঃ) আমাকে বলেছেন,'উত্তম খাদ্য খাইও, উত্তম পোশাক পরিও, উত্তম যানবাহনে আরোহণ করিও, ইহাই তোমার

Scanned by CamScanner

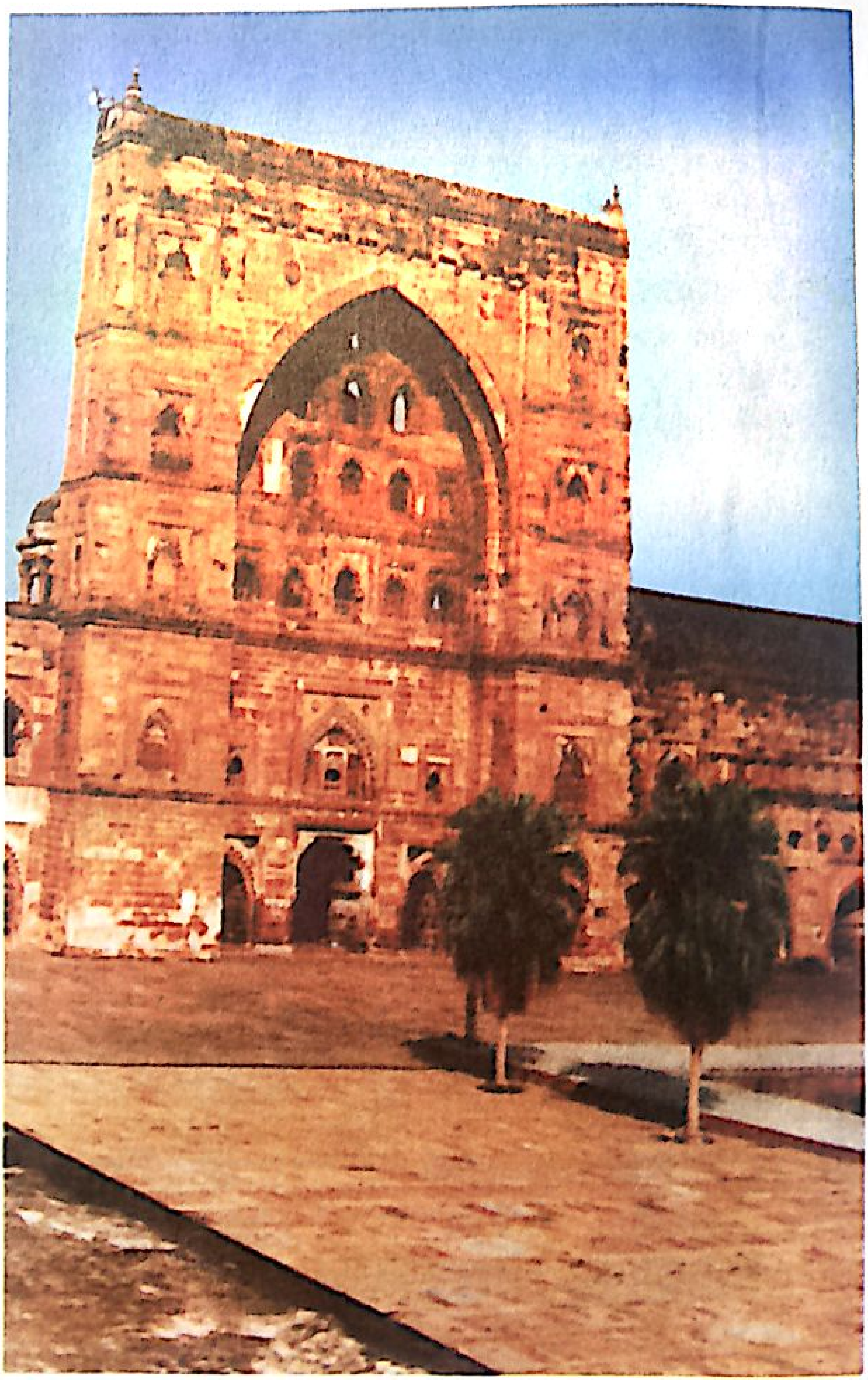
জন্য রিয়াযত এবং মুজাহাদা"। ঈদের দিন সেমাই খাওয়া সম্বন্ধে আমি হযরত পীর সাহেব কেবলাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "মওলানা পানাহারের মধ্যে বেদআ'ত নাই। ঈদের দিন মিষ্টান্ন খাওয়া সুন্নৎ। সেমাইও তো মিষ্টান্নই বটে"।

৯। নামায না পড়লে নফ্স কখনও দুরুস্ত হবে না– সে অন্যান্য নেক আমল এবং ছদ্‌কা খায়রাত যতই করুক না কেন।

১০। নামায মুমেনের জন্য মে'রাজ, নামাযের দ্বারা বান্দা আল্লাহ্ তাআলার সান্নিধ্যে পৌঁছে যায়।

Scanned by CamScanner

ইব্রাহীম শর্কী নির্মিত জৌনপুর জামে মসজিদ



Scanned by CamScanner

হযরত মওলানা
কারামত আলী
জৌনপুরী (রহঃ) এর
হস্তলিপির হুবহু নমুনা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام
على رسوله محمد وعلى اله وصحابه اجمعين
امابعد فقد سمع مني سورة الصف وسورة
الفاتحه الشاب الصالح محمد محسن اسند لي
بحق سماعي عن العلامه المحدث الشيخ
احمد الله بن شيخ دليل الله الصديقي الاناوي
رحمه الله تعالى بسندها المسلسل المتصل الى
النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجزته بجميع
مروياتي كما اجازني الشيخ رحمه الله تعالى و
كذا بجميع مروياتي عن الامام العلامه
عمر بن عبد الرسول بن عبد الكريم المكي
في سنه سبع وثمانين والف ومائتين من الهجرة
والحمد لله رب العالمين وكتبه العبد الحقير الى ربه
البارى على الجونفوري وهذا خطه

كتبه



Scanned by CamScanner

From
J.P. HEWETT Tsq., C.I.R.,
Offg Secy. to the Govt. of India

Home Department, Public
Culcutta
the 25th February, 1892

To
MAULVI HAFIZ AHMAD
Aliganj, Patarhat, Barisal

Sir,

I am directed to acknowledge the receipt of your telegram conveying a message of condolence on behalf of the Muhammadan residents of Backerganj with Her Imperial Majesty the Queen, Empress of India and Their Royal Highnesses the Prince and princess of Wales, on the melancholy occasion of the death of His late Royal Highness the Duke of

---

* TESTIMONIALS PRINTED BY MD. IBRAHIM, at the Islamia Press, Sat-rauza, Dacca, Pp. 5-11

Scanned by CamScanner

Clarence and Avondale, and to say that the Government of India have been desired to Convey to you an expression of Her Imperial Majesty's thanks for the kind sympathy displayed by the Muhammadan residents of Backerganj.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient Servant,
J. P. HEWETT
Offg. Secy. to the Govt. of India.

CALCUTTA, POLICE OFFICER
22nd December 1881

Maulvi Hafiz Ahmed, son of Maulvi KERAMAT ALI, of Jaunpur, is well-known as a peaceable and well-affected Maulvi, who uses the great influence he has acquired entirely in favour of order and good Government. During a stay of three months in Calcutta, his relations with the Authorities have been quite satisfactory and he has discharged his religious duties with great discretion and prudence.

H. L. HARRISON
Offg. Commissioner of Police

Scanned by CamScanner

JAUNPUR, U.P.
26.11.1913

Maulana ABDUL AWAL comes of a very respectable and loyal family of Jaunpur and I have had much pleasure in seeing him off and on. His father and brother saved the lives of two sisters of Mr. W. F. Ligge in the dark days of the mutiny and I trust that both on his own account and for the sake of the services rendered by his worthy father he will be welcomed by every officer in Bengal where the worthy Maulana is proceeding to deliver religious lectures to the Hanafi sect of Sunni Muhamedans.

F. M. NUNAVUTTY, i.c.s.
Judge

Scanned by CamScanner

গ্রন্থপঞ্জী

১। E.J. Brill. Encyclopaedia of Islam, vol.II 1st edition (1913-36), Printed in the Netherlands.

২। W.W. Hunter, The Indian Musalmans, Published in Calcutta, 1945.

৩। James Wise, 'Notes on Races, Casts and Trades of Eastern Bengal, (London 1833)'.

৪। Muhammad Anamul Haq, A History of Sufi-ism in Bengal, Asiatic Society of Bangaldesh, Dacca, 1975.

৫। সুফী মোদাব্বের হোসেন এডভোকেট, মাওলানা কারামত আলী (রহঃ) এর জীবনী, রংপুর।

৬। মাওলানা নূরুর রহমান, তাযকেরাতুল আওলিয়া (ষষ্ঠ খণ্ড), এমদাদিয়া পুস্তকালয়, বাংলাবাজার, ঢাকা, এপ্রিল, ১৯৯১।

৭। ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, মওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী [র.], ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ, ১৯৯৫।

৮। কারামত আলী জৌনপুরী, যখীরায়ে কারামত (প্রথম খণ্ড)
অনুবাদক : মাওলানা কারামত আলী নিযামী ও মাওলানা এ, বি, এম, সালাহউদ্দিন লস্কর, ফাহিম প্রকাশনী, ঢাকা, জানুয়ারি, ১৯৮২।

৯। আবু নঈম মোঃ আব্দুল আলীম (বুলবুল) এডভোকেট, হায়াতে কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ), ঢাকা, জানুয়ারী, ১৯৮২।

১০। মওলানা হাছান আহমদ জৌনপুরী, অজিফায়ে হাছানীয়া, অনুবাদক : মাওলানা কাজী মোঃ জুলফিকার আলম, আঞ্জুমানে কেরামতিয়া প্রকাশনী, দাগনভূঞা, ফেনী, ১-১-২০০২।

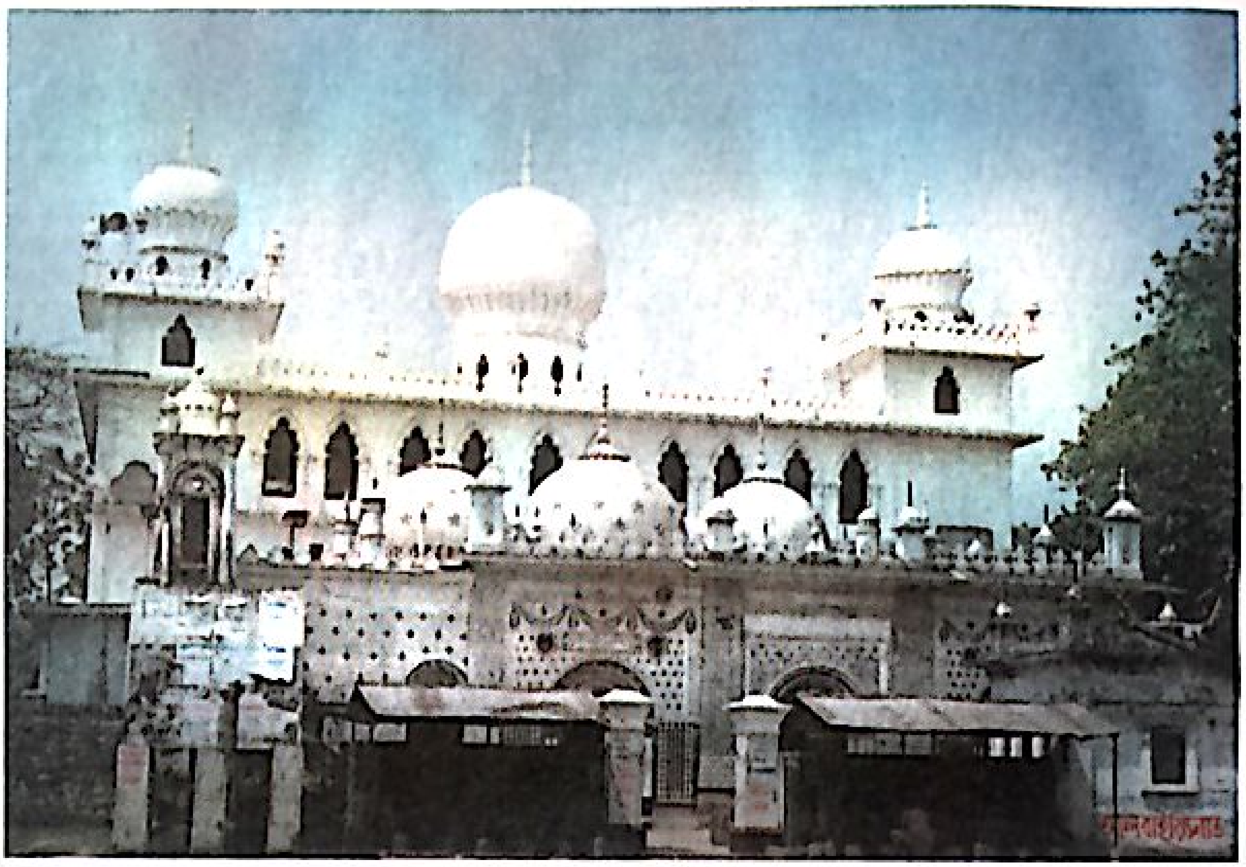
১১। কে আলী, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস (মধ্য ও আধুনিক যুগ), আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯২।

১২। ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ভারতবর্ষের ইতিহাস (মুসলিম ও ব্রিটিশ শাসন), গ্লোব লাইব্রেরী (প্রা:) লি:, ঢাকা, মে, ২০০৫।

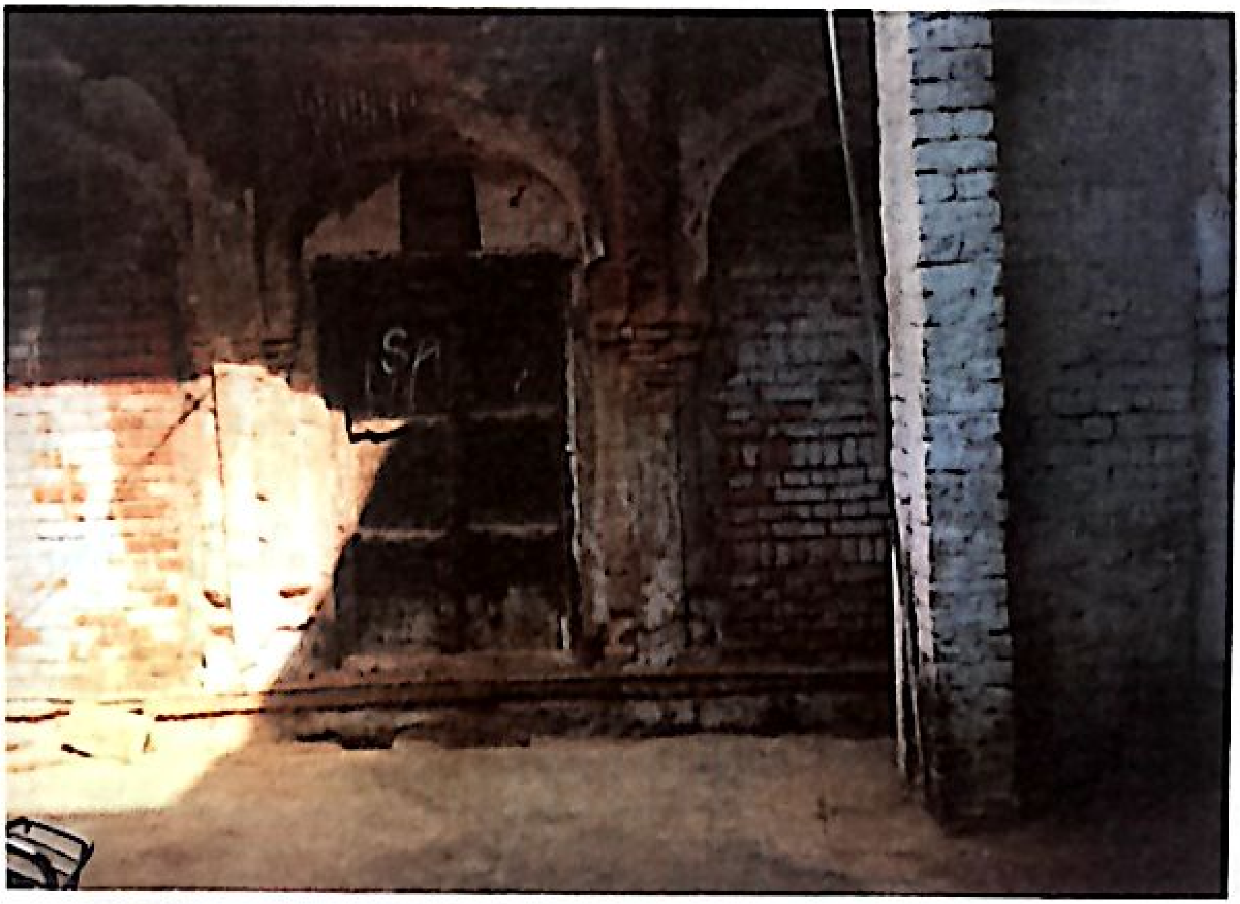
১৩। বদরুদ্দীন ওমর, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, জুলাই, ১৯৭৪।

Scanned by CamScanner

রংপুর কারামতিয়া জামে মসজিদ। পুরাতন মসজিদটির ভেতরে মওলানা কারামত আলী (রহঃ) এ মাজার অবস্থিত।



ভারতের জৌনপুর শহরের মোল্লাটোলায় মওলানা কারামত আলী (রহঃ) এ বাড়ীতেই জন্মগ্রহন করেন যা বড় ঘর হিসেবে পরিচিত।



Scanned by CamScanner

চকবাজার শাহী জামে মসজিদ, ঢাকা। মসজিদটির দক্ষিণ পশ্চিম পাশে মওলানা হাফেজ আহমদ (রহঃ) এর মাজার অবস্থিত।



ভারতের জৌনপুর শহরের মোল্লাটোলায় অবস্থিত মওলানা হাফেজ আহমদ জৌনপুরী (রহঃ) এর বাড়ী।



Scanned by CamScanner

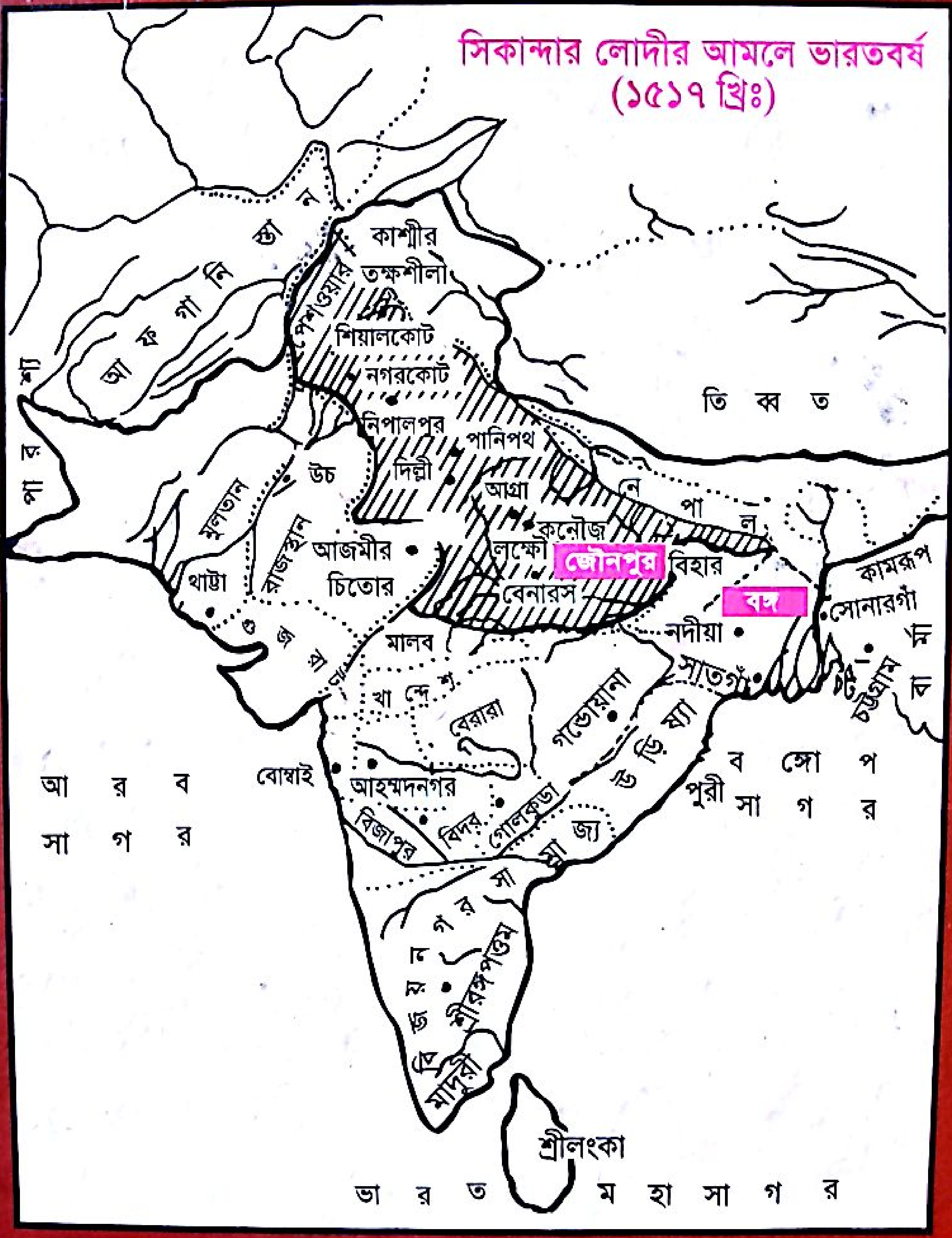
আজিমশাহের মাজার সংলগ্ন লক্ষ্মীপুর দায়রা বাড়ির মসজিদ।



মওলানা হামেদ সাহেব এবং মওলানা ওমর সাহেবের মাজার সংলগ্ন সনুয়া মওলানা সাহেবের বাড়ির মসজিদ।



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner